(তৃতীয় খণ্ড)

স্নেহময় ব্রহ্মচারী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

[মূল্য দেড় টাকা]　　[মাশুলাদি স্বতন্ত্র

তৃতীয় খণ্ডের নিবেদন

বাংলা ১৩৪৮ এর ২৭শে অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সাত দিন কম তিন মাস কাল পূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে বিশ্রামহীন ভ্রমণ ও ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, আচার্য্যপাদের শ্রীচরণ-সেবা-প্রসঙ্গে সেই সময়ে তাঁহার শ্রীপাদ-সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্কলন রাখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার সযত্ন-গঠিতা মানস-কন্যা, রমণীকুলের শিরোমণি, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারিকা ও শক্তিশালিনী বাগ্মিনী পরমপূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবীও এই ভ্রমণে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার বিপুল শ্রমের অনুপূরণ করেন। কোথাও পরম-পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী শ্রীশ্রীবাবার সহিত একই বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিয়াছেন, ঠিক্ সেই সময়ে তিনি এমন এক গ্রামান্তরে গিয়া বক্তৃতা দিতেছেন, কখনও কখনও শ্রীশ্রীবাবা যে সময়ে এক গ্রামে বক্তৃতা দিতেছেন, যেখানে ঠিক্ একটা দিন পরে শ্রীশ্রীবাবা গিয়া উপস্থিত হইবেন। অল্প-সময়-মধ্যে অধিক কাজ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীবাবা যে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীকে সেই গ্রামেও বক্তৃতা দিতে হইয়াছে এবং তিনি শ্রীশ্রীবাবার সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা সমূহেরও কিছু কিছু সঙ্কলন আমি রাখিয়াছিলাম কিম্বা আমার অপর সতীর্থগণ রাখিয়াছিলেন। তাহাই একত্র করিয়া এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। এ উপদেশ সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং এ উপদেশ পালন করিলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই জন্য গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি "শান্তির বারতা"। প্রথম খণ্ডে দেবীদ্বার গ্রাম হইতে সুরু করিয়া কাশীপুর গ্রাম পর্য্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মোচাগড় গ্রাম হইতে আরম্ভ হইয়া হুরুয়া-শিবনগর পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে আকুবপুর হইতে পূর্ব্বধৈর গ্রাম পর্য্যন্ত বিবরণ ও উপদেশ সমূহ বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যাঁহাদের শান্তিময়ী বাণী সঙ্কলিত হইল, তাঁহাদের প্রীত্যর্থে ইহার স্বত্ব, স্বামিত্ব ও সর্ব্বাধিকার উভয়ের প্রতি অকপট-ভক্তিসহ "অযাচক আশ্রম অ্যাণ্ড স্বরূপানন্দ ফিলানথ্রপিক ট্রাষ্ট"কে অর্পণ করিলাম। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও অধিকার বা দাবী রহিল না, আমার পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কিত কোনও আত্মীয়-স্বজনবন্ধু-বান্ধবেরও না। ইতি

বারাণসী, বিনীত

দোলপূর্ণিমা ১৩৬১ বাং শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

"যেই দিকে দিবে দৃষ্টি,
মিলন করিবে সৃষ্টি,
সবার তপ্ত হৃদয়-মরুতে
সান্ত্বনা কর বৃষ্টি।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

শান্তির বারতা

তৃতীয় খণ্ড

আকুবপুর

১৩৪৮ বাংলা সনের ২৩শে মাঘ বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া সাধনা দেবী হুরুয়া হইতে আকুবপুর পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর গৃহে উঠিলেন। ধীরেনদা এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অনুপমা দেবীর আনন্দ দেখে কে?

কবি আবদুর্ রশিদের অভিনন্দন

অপরাহ্নে চারি ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইল। সভাটা কাহারও বাড়ীর আঙ্গিনায় না করিয়া খোলামাঠে করাতে বক্তাদের এবং শ্রোতাদের সকলেরই অল্পাধিক অসুবিধা হইল। শীতও ছিল, বাতাসও ছিল। এখনও মাঘ মাসইত' চলিতেছে! ইস্‌লামপুর-নিবাসী কবি মৌলবী আবদুর্ রশিদ স্বরচিত একখানা অভিনন্দন পাঠ করিলেন। যথা—

"কেন বা আজিরে খুশীর তুফান ধরার এ আঙ্গিনায়?
কান পেতে শুন, আকাশে পাতালে আগমনী কেবা গায়?
কার আগমন পীযূষ-প্লাবন, ধরণীর সুপ্রভাত?
মিলনের রাখি পরাইতে গলে কে এল অকস্মাৎ?

শান্তির বারতা

আজিকে ধরায় খুশীর প্লাবন কেন বা উথলি' উঠে ?
ঝরা ফুল-কলি সেও বুঝি আজ নূতন হইয়া ফুটে !
আজিকে হৃদয়, কারে পেতে চায়, কার চরণের ধুলি,
বসাইতে চায় প্রাণ-মন্দিরে হৃদয়-কবাট খুলি' ?

"প্রাণ কাঁদে আজ রচিবার লাগি' নূতন সিংহাসন,
রাখিবারে চাই চরণ তাঁহার শান্ত করিতে মন।
তিমির-রাতের সকল কুহেলী সহসা হইল দূর,
অজ্ঞানতার কৃষ্ণা রজনী সহসা হইল ভোর।

না জানি কাহার পুণ্য প্রভায় মরু-বুকে এল বান,
কোন্ মহানের চরণ-ধুলায় জাগরিত হ'ল প্রাণ।
আজিকে কেনরে নিখিল বিশ্ব এত সুন্দর লাগে,
ছায়া হ'য়ে বন লুটাইছে পথে মিলনের ছবি জাগে ?
কোন্ মহানের চরণের তলে বিশ্ব লুটিতে চায়,
কাহার লাগিয়া ধূলির ধরণী নবসুরে গান গায় ?

"ঐ দেখ চেয়ে এলো কোন্ জন পথের খবর দিতে,
শান্তির ছায়া, মিলনের মায়া বিলাবারে ধরণীতে।
এসেছে মহান্। গাও জয়গান মলিনতা রাখি' দূরে,
ভায়ে ভায়ে আজ দেরে কোলাকুলি, বেঁধে লও প্রেমডোরে।
স্বর্গ আজিকে পাঠাল বুঝিরে আশিষের চন্দন !
চোখের পলকে তাই কিরে হ'লো অজানার আগমন ?

"প্রণতি হে মহাপ্রাণ !
মুক্তার রূপে দিকে দিকে জাগে তোমার আশিষ দান।

শান্তির বারতা

তোমার প্রেমের ফল্গু ধারায় সিঞ্চিত কত দেশ,
কত পথ-ভোলা পেল সন্ধান, ছাড়িল ভুলের বেশ।
শুক্তি-সাগর পেয়েছে হৃদয়ে কত দীনহীন জন,
তোমার পরশে পুণ্য করেছে দলিত হৃদয়-মন।
দিকে দিকে তুমি ঢালিয়াছ ওগো প্রেম-জাহ্নবী-ধারা,
সৃষ্টি সেথায় লভিয়াছে লয়, চিত্ত সেথানে হারা।
জাতির জীবনে আনিয়াছ তুমি অপরূপ শিহরণ,
ভাঙ্গি' পুনরায় গড়িতে যে জানে তব প্রবুদ্ধ মন।
ছড়াইতে চাহ বিশ্ব ব্যাপিয়া শান্তির মহাছায়া,
ধরণীর প্রাণে দিতে চাহ তুমি অখণ্ড এক কায়া।
বিশ্বেরে তুমি রাখিবারে চাহ মিলন-মালাতে গেঁথে,
সীমারে চাহিছ অসীম করিয়া হিয়ার মাঝারে পেতে।

"তুমি লভিয়াছ তাই।

প্রয়োজন তুমি চরণে দলিছ, দেখিবারে মোরা পাই।
সৃষ্টির বুকে নেমে এলে তুমি জ্ঞানের মশাল লয়ে,
তোমার প্রেমের পুণ্য প্রভায় কাপুরুষ কাঁপে ভয়ে।
বিচার করিতে নাহি চায় মন, (তুমি) হিন্দু কি মুসলীম্,
সবার যে তুমি নয়নের মণি, সবে করে তছলীম্।
তোমারে পূজিতে, তোমারে বুঝিতে শক্তি আমার নাই,
এ আশিষ দাও ওগো বরণীয়, তবু যেন তোমা পাই।
বিতর আশিষ তুলি' দুই হাত পতিত জাতির তরে,—
দীক্ষিত হোক্ এ মহামন্ত্রে,—'একে অপরের তরে।'
হত্যা করেছি জাতির জীবন খণ্ড খণ্ড ক'রে,

কত অবিচার করিয়াছি মোরা সারাটী জীবন ভ'রে।
খণ্ডেরে করি' চির-অখণ্ড চাই নব-সন্ধান,
চরণের ধূলি বহিবারে দাও, জাগায়ে সকল প্রাণ।

"আদিগুরু ভগবান্!
কোটি বছরের পরমায়ু দিয়ে বাঁচাও এ মহাপ্রাণ।
যুগে যুগে মোরা পাই যেন প্রভু, তাঁহার চরণ-ধূলি,
জীবনের এক সত্য মহান্ নিতে যেন পারি তুলি'।"

জগদ্ব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর করণীয়

শ্রদ্ধেয় ভক্তদাদা পথ-শ্রমে অতীব ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য অদ্য তিনি কোনও বক্তৃতা দিলেন না। তদুপরি, স্বাস্থ্যে না কুলাইবার দরুণে স্থির হইল যে, তিনি আগামী কল্যই নোয়াখালী নিজ বাসভূমে রওনা হইবেন। প্রথমতঃ পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একঘণ্টা কাল বক্তৃতা দিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জগদ্ব্যাপী অশান্তি, অপ্রেম, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতা বিদূরণ করার কাজে নারীর করণীয় এত মহৎ এবং বিরাট যে, নারী যখনি এই কার্য্যে সত্য মন ও সত্য প্রাণ নিয়ে হস্তক্ষেপ কর্ব্বে, তখনই নারীকে তার প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে জগৎ আর কৃপণ বা কুণ্ঠিত থাক্‌তে পার্‌বে না। এই সুমহৎ ও সুবিশাল কার্য্য সুসম্পন্ন করার পক্ষে নারীরা যে অনুপযুক্তা ও অযোগ্যা নয়, এই বিশ্বাসটীই আজ সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক নারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। কেবলি আবর্জ্জনা, কেবলি জঞ্জাল ব'লে গালি দিলে নারী তার দুর্ব্বলতা পরিহার কর্ব্বে না। তাকে নিজ অন্তরের আবর্জ্জনা ও চরিত্রের জঞ্জাল নিজের শক্তিতে দূর

ক'রে দেবার সৌভাগ্য অর্জ্জনের জন্য নিখিল জগতের কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড় করাতে হবে। এ সম্পর্কে পুরুষের দায়িত্ব পুরুষেরা যেন না ভোলেন।

সত্যযুগ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতারম্ভ করিলেন। সকলেই বড় মন দিয়া শুনিতেছিলেন এবং বক্তৃতাও খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অবিরাম ঠাণ্ডা হাওয়াতে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া দেড় ঘণ্টা কাল বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবা থামিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমরা সকলেই সত্যযুগের পুনরাবির্ভাবের জন্য বড়ই ব্যাকুল। কিন্তু সেই সত্য যুগ সন-তারিখের যুগ নয়। চিত্তের ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিমাণের দ্বারাই প্রকৃত যুগের নির্ণয় পাওয়া যায়। লড়াইয়ের দ্বারা সত্যযুগ আস্‌বে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্বারাও সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শাহ, নেপোলিয়ান প্রভৃতির দ্বারাও সত্যযুগ আসে নাই। সত্যযুগ বাইরের যুগ নয়, অন্তরের যুগ। চারশত বৎসরের ইয়োরোপীয় ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক-ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা অপর-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপরে আক্রমণ বা অত্যাচার দ্বারা সত্যযুগ আসে না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে রত পাশ্চাত্যেরা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে অভিনয়ই মাত্র কচ্ছে, কিন্তু এই মহাযুদ্ধের ফলে জগতে সত্যযুগ আস্‌বে না। বিদ্বেষকে চিত্ত হ'তে উৎপাটিত কত্তে হবে, অন্তর থেকে ষড়রিপুকে দূর কত্তে হবে, সত্যযুগ তাতেই আস্‌বে। কিন্তু সেই চেষ্টাটুকু প্রকৃতই আজও আমরা করি নাই। "এমন মানব-জমিন রইল পতিত. আবাদ কল্লে ফল্‌ত সোনা!" কিন্তু আবাদ আমরা করি নাই, প্রকৃত বীজ বপন

না ক'রে আমরা শুধু কাঁটার বীজই বপন করেছি। তাই আমাদের অন্তরের ভিতরের কলিযুগ কিছুতেই বিনাশ-প্রাপ্ত হচ্ছেনা।

ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের সকল লোককে জোর ক'রে এনে এক ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে তার মধ্য দিয়ে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠার কল্পনা একটা অলস-কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা কখনও সত্যরূপে পর্য্যবসিত হ'তে পারে না, হবেও না। বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচারের ভিতরে এক একটা যুগোপযোগী প্রয়োজনের দাবী আছে। আবির্ভূত মহাপুরুষেরা তত্তৎ-কালীয় লোকদের চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করেছিলেন। তত্ত্বকে আস্বাদনের পরে সামান্য মানুষও অসামান্য হন। তখন তাঁর ভিতরে চুম্বকের শক্তি জাগে এবং নিজ অনুভূত সত্যকে জগতের কাছে প্রচারের বা প্রসারের প্রেরণা আসে। কেউ প্রচার করেন শব্দময়ী বাণীতে, কেউ করেন অন্তরের তপঃপ্রবর্দ্ধিত স্পন্দনের দ্বারা। তাঁদের সেই আশ্চর্য্য তত্ত্বাস্বাদনের ভিতরে জাতি, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের গণ্ডী থাকে না। তাঁরা হন প্রকৃতই নির্গণ্ডিক মহাপুরুষ। কিন্তু তবু জগতে নানা সম্প্রদায় হয়, কেননা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই ভগবানের লীলা প্রচারিত হবে। ফলে জগতে নানা ধর্ম্ম থাকবেই। এজন্য বিদ্বেষ অমূলক। কেননা, সকলকে একধর্ম্মী ক'রে শান্তি আনা সম্ভব নয়। তাতেই যে বিরোধ দূর হবে, তাও নয়।

প্রেমধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রেমধর্ম্ম সকল জাতিকেই গ্রহণ করে। কেননা, প্রেমধর্ম্ম বিচ্ছেদ মানে না, বিদ্বেষ চেনে না, প্রেমধর্ম্ম মৈত্রীর ধর্ম্ম। বন্ধুগণ, আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট একটা জাতির ধর্ম্মপ্রচারক বা প্রতিনিধি

নই। আমি প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। কেননা, প্রেমধর্ম্মে সত্যযুগ আসবে। প্রেমধর্ম্ম বলে,—জগতের যত মন্ত্র, সব একজনেরই নাম। প্রেমধর্ম্ম বলে,—জগতের যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত, সব এক ভগবানেরই পথ। প্রেমধর্ম্ম বলে,—সকল জাতিভুক্ত নরনারী আমার ভ্রাতা এবং ভগিনী।

আত্ম-কলহ অজ্ঞানতারই ফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই যে আমাদের ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কলহ, হিন্দু-মুসলমানে কলহ, জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ, তার একমাত্র মূল হচ্ছে আমাদের অজ্ঞানতা। আমরা যে পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা, আমরা যে একে অন্যের একান্ত আপন, একথা আমাদের স্মরণে থাকে না কেন? না, আমরা অজ্ঞান। এস ভাই, জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে ভালবেসে আমরা সকল অজ্ঞান সংহার করি। তাহ'লেই সকল বর্ণের, সকল জাতির, সকল মতের, সকল পথের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল ধর্ম্মের লোককে আমরা প্রাণের প্রাণ ব'লে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ কত্তে পার্ব্ব।

সমবেত উপাসনায় যোগদানের সৌভাগ্য

২৪শে মাঘ শনিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। শ্বেতবর্ণ ওঙ্কার-বিগ্রহ ছিল না বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা ক্ষিপ্রহস্তে একখানা বিগ্রহ অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে যেই অবস্থায় পার, উপাসনায় যোগ দেবে। দেরী হ'য়ে গেছে ব'লে ঘরে ব'সে থাক্‌বে, তা নয়। উপাসনার স্তোত্র বা সুর তুমি জানো না, শিখ্‌তে পারো নি, এজন্যও লজ্জা বা কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই। উপাসনায় যোগ দেওয়াটাই একটা বড় কথা। অর্দ্ধেক উপাসনা হ'য়ে গেছে, হোক্‌। তুমি শেষ সময়টায় এসেও ত' যোগ দিতে পেরেছ! সেটাই এক মহা-সৌভাগ্য ব'লে জান্‌বে।

এ গ্রামের উপাসনা বেশ জমিল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও যে খুব যত্নপূর্ব্বক সুরশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। মোচাগড়া-নিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সারদা চরণ দে এই কার্য্যটী করিয়াছেন।

নামের নেশা

উপাসনান্তে এগার জন মহিলা এবং ষোল জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষাপ্রাপ্তদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—যে নাম পেলে, তাকে শিকায় তু'লে রেখে দিও না। বই কিনে যেমন আলমারীতে তুলে রেখে দিলে তাতে কোনও ফল হয় না। অবিরাম অবিশ্রাম নামের সেবা কর্ব্বে। নির্দ্দিষ্ট চার বার ত' উপাসনায় বস্‌বেই, তা ছাড়াও সর্ব্বক্ষণই ব্যাকুল প্রাণে নাম জপ কর্ব্বে। এমন জপ জপা চাই, যেন নেশা এসে যায়। একবার যদি নামের নেশায় তোমাকে ধরে, তবে জান্‌বে জীবনে আর কোনো ভয় নেই। নামের নেশায় যাকে পায়, তার উপর থেকে কামনা, বাসনা, লালসা, লিপ্সা, নীচতা, স্বার্থপরতা এবং পূর্ব্বসংস্কারের অধিকার ক্রমশ উঠে যেতে থাকে।

শ্রম ও দেহধারণ

এত বড় শ্রমপূর্ণ ভ্রমণেও শ্রীশ্রীবাবার পত্র লেখার বিরাম নাই। প্রত্যহ আট দশখানা করিয়া পত্রের জবাব দিতে হইতেছেই। কোনও কোনও দিন বিশখানা পত্রেরও জবাব দিতে হইতেছে। দুপুরের পরেই ভিন্ন গ্রামে যাইতে হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা লিখিতব্য পত্রগুলি শেষ করিবার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, পত্র লেখাটা বন্ধ কর্‌লে হয় না? একটা শরীরে কত শ্রম কর্ব্বেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—শ্রম? শ্রম কর্ব্ব ব'লেই ত' দেহ ধারণ করেছি। যেদিন শ্রমে কাতর হব, সেদিন দেহ ছেড়ে দিব।

পত্রের শক্তি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি ত' আমার দেহটা নিয়ে সকল স্থানে যেতে পারি না! কিন্তু আমার পত্রখানা অল্প খরচে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। যার প্রাণ দর্শনাকুল, সে পত্রখানা স্পর্শ ক'রে শান্তি পায়। যার শ্রবণ কথা শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল, সে লেখাগুলি প'ড়ে নিজের কণ্ঠের উচ্চারণের মধ্যে আমার কণ্ঠ-স্বর খুঁজে পায়, কৃতার্থ হয়। এই সুখটুকু থেকে, এই তৃপ্তিটুকু থেকে আমি এদের বঞ্চিত করি কি ক'রে? যারা আমার পত্রের মর্য্যাদা বোঝে, প্রাণ গেলেও ত' তাদের কাছে পত্র না লিখে পারব না। এই কলমের কয়েকটা আঁচড় কত বিপন্নের প্রাণ রক্ষা করেছে, তাকি তোমরা তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝনা?

রুক্ষ পত্রলেখনের দুঃখ

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—তবে একটা বিষয়ে দুঃখ আমার আছে। যাদের নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে আছি, তাদের অনেক সময়ে কটু পত্র লিখ্‌তে হয়। এরা তার উদ্দেশ্য বোঝে না, তাই প্রাণে কষ্ট পায়। কিন্তু তোদের জন্য জীবন দিল যে, তার দুটা কটু কথাই যদি সহ্য কত্তে না পারিস্, তবে তোদের মত মূর্খই বা কে আছে? অযোগ্যেরে যোগ্যতমের চাইতে বেশী আদর দেই, এটাই যখন আমার স্বভাব, তখন আমার কাছে যে গালিও খেতেই হবে, একথাটা ভোলা উচিত নয়।

আম্লিকুট

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া সাধনা দেবী

আন্দিকুট রওনা হইলেন। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাকে আটক করা হইল। প্রণাম এবং প্রসাদের ভিড় পড়িয়া গেল কিন্তু সময় নষ্ট হইতে লাগিল। লোকে বোঝে না যে, যাঁহারা ঘড়ি ধরিয়া কাজ করেন এবং যাঁহাদিগকে সমাজ-কল্যাণের জন্য অত্যধিক শ্রম করিতে হয়, তাঁহাদের উপরে অধিক আবদার সঙ্গত নহে।

দেয়াশলাইয়ের বাক্স

শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীতে সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে পৌছিয়া শ্রীশ্রীবাবা দেখেন যে ব্রহ্মচারিণীজী এক মহাবিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য আকুবপুরে যে পাল্কীখানা গিয়াছিল, তাহা আকারে ক্ষুদ্র। উঠিবার সময়েই তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু দশজনের জিদের মুখে সেই আপত্তি টিকে নাই। রূপসদী হইতে মাঝিয়ারা আসিতেও এইরূপ এক পাল্কীতে উঠিয়া আসার ফলে পূজনীয়া সাধনা দেবীর মাথার কিছু চামড়া গিয়াছিল। তাই তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জনতার মর্জ্জিতে যাহারা চলে, তাহাদের সব স্থানে নিজের মত খাটান চলে না। এখন আন্দিকুটে আসিয়া পূজনীয়া সাধনা দেবী আর পাল্কী হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না। পাল্কীর চতুর্দ্দিকে হাজার লোকের জনতা জুটিয়া গিয়াছে এবং কুণ্ঠায়, সঙ্কোচে ও লজ্জায় পূজনীয়া সাধনা দেবী অর্দ্ধমৃতা হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময়ে শ্রীশ্রীবাবা আসিয়া পৌছিলেন। প্রথমেই তিনি চতুর্দ্দিক হইতে লোক সরাইয়া দিলেন, তার পরে পাল্কীকে পরিবেষ্টন করিয়া চারিপার্শ্বে কাপড় টানাইয়া দিলেন, এবং তৎপরে দুই তিনজনে মিলিয়া টানিয়া তাঁহাকে বাহির করা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—কেমন, আর দেয়াশলাইয়ের বাক্সে চাপ্‌বে ?

পূজনীয়া সাধনা দেবীর চক্ষু দিয়া অশ্রু বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরে, দেশেরই যদি সেবা কত্তে হয়, তা হ'লে দু-চার বার ছেঁছানি চুবানি না খেলে কাজ পূর্ণ হবে কেন ? এবার ঢুকেছ দেয়াশলাইয়ের বাক্সে, আর একবার পাল্কীসহ বেহারাদের ঘাড় থেকে গ্রাম্য পোলের নীচে বেতকাঁটার ভিতরে পড়্‌বে, তারপরে খেয়া নৌকায় পেরুবার সময়ে নদীর মাঝখানে কিম্বা ঠিক্ কাদাটার মাঝে ডুবে কিছু জল কিছু কাদা খাবে, তবে ত' দেশসেবা করা হবে ?

পূজনীয়া সাধনা দেবী হাসিয়া উঠিলেন, চক্ষুর জল নিমেষে শুকাইল।

পাল্কী-বিভ্রাটের জন্য সভা আরম্ভ হইতে মিনিট পঁচিশেক দেরী হইল। জনতা প্রচুর হইয়াছিল। আকুবপুরের বক্তৃতায় এই অঞ্চলের মুসলমান-দের ভিতরেও একটা চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। অন্য মুসলমান শ্রোতাদের সংখ্যা আরও অধিক লক্ষিত হইল।

কবি আব্‌দুর রশিদের মানপত্র

ইস্‌লামপুর-নিবাসী কবি শ্রীযুক্ত আব্‌দুর রশিদ অদ্য পূজনীয়া সাধনা দেবীকে অভিনন্দিত করিয়া একটী সুলিখিত স্বরচিত মানপত্র পাঠ করিলেন।

"ওগো প্রাণময়ি ! তব আগমনে নারী পেল নব প্রাণ,
সবার লাগিয়া অকাতরে আজি নিজেরে করিছ দান।
আত্মার দাবী কার কতটুকু শিখাতে এসেছ তুমি,
নারীকুল আজি ধন্যা হইবে তোমার চরণ চুমি'।
ভোগের লাগিয়া নহে সংসার,—এই ত' তোমার বাণী

তোমার পরশে জাগরিত হবে সকল নারী-হৃদয়,
পুরুষ দেখুক অন্তর-চোখে জগৎ জননীময়।"

দেবত্বের পরিস্ফুরণ

তৎপরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী এক ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা দিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারী যে দেবী, পিশাচী নয়, ইহাই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। জননীত্বই নারীর দেবীত্ব। নারীতে জননী-ভাব পুরুষের দেবত্ব। ভারত আজ দানব-দানবীর পৈশাচ তাণ্ডবের অপক্ষেত্রে পরিণত হ'তে চায় না। ভারত আজ হতে চায় দেব-দেবীর লীলাভূমি। পুরুষমাত্রেরই প্রতি সন্তান-দৃষ্টি, নারী মাত্রেরই প্রতি মাতৃবুদ্ধি,—নারী এবং পুরুষের ভিতরে ভারত এই অপূর্ব্ব পবিত্রতার জাগরণ দেখ্‌তে চায়। ভারত চায় দেবত্বের পরিস্ফুরণ।

ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ কেন?

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা তাহার সুমধুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্মই এর প্রাণ, ধর্ম্মই এর গতি। কেন এরূপ হ'ল? পদরেণুর মহিমায়। একদা এই ভারতের অধিকাংশ স্থান সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। হিমালয় থেকে কণা কণা ক'রে ধূলি, প্রস্তর ও পলির রেণু গঙ্গা, সিন্দু, ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-বিধৌত হ'য়ে হ'য়ে মহাসমুদ্রের বুকে শ্যামল-শস্য-বিস্তার রূপ মহাভূমির মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পেল। তারই নাম ভারতবর্ষ। সচ্চিন্তার শক্তি অতি অদ্ভুত। তুমি যদি নিয়ত সচ্চিন্তা কর, তা হ'লে তোমার দেহের প্রত্যেকটা অণু

এবং পরমাণু অপূর্ব্ব পবিত্রতায় অনুপম ধর্ম্মাবেশে আবেশিত হবে। তার যে বিন্দুমাত্র স্পর্শ পাবে, তার জীবন-গতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তুমি যেই স্থানটিতে ব'সে এই পবিত্র চিন্তায় জীবন বা জীবনাংশ অতিবাহিত করেছ, সেই স্থানটীরও ভিতরে এই আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চারিত হবে। ভারত যেদিন সুনীল জলধি থেকে উঠে আসে নি, সেই দিনও ভারতের উগ্রতপা ঋষি, স্নিগ্ধতপা ঋষি, শান্ততপা ঋষি হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ব'সে থেকে নিখিল জগতের পতিতোদ্ধারের সাধনা করেছিলেন। তাই, তাঁদের স্খলিত পদরেণু সমূহ এসে পুঞ্জীভূত হ'য়ে যে মহাদেশের সৃষ্টি হ'ল, সেই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ।

ভারতের পরধর্ম্ম-দ্বেষ-রাহিত্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, তাই ভারতবর্ষ জগতের কোনো ধর্ম্মকেই বিদ্বেষ করে না। এই দেশের মাটিতে, এই দেশের ঐতিহ্যে, এই দেশের সংস্কৃতিতে বিদ্বেষের স্থান নাই। পৃথিবীর দেশে দেশে এক-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের কাছে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীরা কত উৎপীড়ন পেয়েছে, অকারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, জীয়ন্তে অগ্নিদহনে প্রাণ দিয়েছে, সম্ভব অসম্ভব সর্ব্বপ্রকার নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেছে। ভারতবাসী এই অপকার্য্যে কখনো তার হস্ত কলঙ্কিত করে নাই। গুরু নানক নিবিড় উৎপীড়নের আবহাওয়ার মাঝে জন্মগ্রহণ ক'রে মৈত্রীও এবং শান্তির বাণীই প্রচার কর্লেন, বিদ্বেষের উগ্র হলাহল নিজ শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ কর্লেন না। এটা কিসের ফল? শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ বিধর্ম্মী শাসকের রাজ্যমধ্যে বাস ক'রেও জীবকে শেখালেন,—"প্রেম কর, প্রেম কর,"—"দ্বেষ কর, দ্বেষ কর" নয়,—এরই বা কারণ কি? বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে এলেন,

বল্লেন না যে, হিন্দুধর্ম্মই জগতের একমাত্র সার ও সত্যবস্তু এবং অপর সকল ধর্ম্ম মিথ্যা, কল্পনা, বুজরুকী। তাই বা হ'ল কিসের প্রভাবে? সে প্রভাব হিমালয়-বাসী তপস্বিকুলের কণা কণা রেণু রেণু পদধূলির। যাঁদের তপস্যা জগৎ-কল্যাণের জন্য, তাঁরা জগতের কারো প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ-পোষণোপযোগী একটুখানি অতি ক্ষুদ্র চিন্তা-তরঙ্গও তাঁদের কোনও সংস্রবের মধ্য দিয়ে রেখে যান্ না। এই একটী মাত্র কারণেই ইয়ারোপে উৎপীড়িত খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়-বিশেষ ভারতের আতিথ্য হ'তে বঞ্চিত হয় নি। এই একটী মাত্র কারণেই পারস্য হ'তে পলায়িত, নিজ ধর্ম্মের অক্ষুন্নতা রক্ষণে একান্ত ব্যগ্র, অগ্নিপূজক পার্সীরা যখন নিরাশ্রয় নিরবলম্বন অবস্থায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একদা এই ভারতের সমুদ্র-কূলে এসে পৌঁছে-ছিলেন, তখন প্রেমপূর্ণ বাহু-প্রসারণে ভারতের হিন্দু তাঁদের ভাই ব'লে সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়েছিল, তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিল, মৈত্রী-বন্ধনে তাঁদের আবদ্ধ ক'রে ভাবী ক্রমবিকাশের উপযোগী শান্তিময় পরিস্থিতির সুযোগ দিয়েছিল।

আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারত দিগ্বিজয়ী সৃষ্টি করেছিল। শশাঙ্ক, সমুদ্র গুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, শিলাদিত্য, এরা জগতের যে-কোনও দিগ্বিজয়ীর সমকক্ষ বীর। কিন্তু অন্যান্য দেশের লোক একজন আলেক্‌জাণ্ডার, নেপোলিয়ান, সীজার, চেঙ্গিজ খান, কুবলাই খান, তৈমুর শাহ বা নাদির শাহকে যে দৃষ্টিতে দেখে, ভারত তার দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের সেই দৃষ্টিতে কখনো দেখে নি, দেখা অসম্ভব। অশোক, সমুদ্রগুপ্তের দিগ্দেশ-বিজয়ে ভারত গৌরব বোধ করে না, তার গৌরব শঙ্কর-বিজয়ে। হস্তে নাই যার অসি, কোষে নাই কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা, নাই অশ্ব, নাই গজ, নাই রথ, যার নাই

সৈন্য, নাই সামন্ত, সেই কৌপীনবন্ত শঙ্করাচার্য্য পদব্রজে তিন সহস্র মাইল ভ্রমণ ক'রে জীবনের মাত্র ষোলটী বৎসরের মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশ কোটি লোকের অন্তরাত্মাকে জয় করেছিলেন। পৃথিবীতে এত বড় দিগ্বিজয়ের ইতিহাস আর কোথাও নেই। রেলে নয়, ষ্টীমারে নয়, মোটরে নয়, এরোপ্লেনে নয়, পদব্রজে শুধু ভ্রমণটাই ত' এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কি তড়িতের বেগে আচার্য্য শঙ্কর কোটি কোটি প্রাণ জয় করেছিলেন, তার কল্পনা কত্তেও অবাক্ হতে হয়। অথচ এর সঙ্গে হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, পরপীড়ন নেই, অস্ত্র-পরিচালনা নেই, গৃহদাহ নেই, নারী-হরণ নেই, নারী-ধর্ষণ নেই, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণ করান নেই। এমন জীবন পৃথিবীর আর কোনো দেশে সম্ভব হ'ল না, আর এই ভারতবর্ষেই কেন সম্ভব হ'ল? তার একমাত্র কারণ এই যে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ।

বাহ্য আচার ও ধর্ম্মের তত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্মের সেই পবিত্র উদারতার ভাব থেকে ভারতবর্ষ দিন দিন পরিভ্রষ্ট হচ্ছে। আমরা এখন ধর্ম্ম পালি বাইরের বেশভূষা এবং আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, আচরণের মধ্য দিয়ে নয়। তিলক কেটেই আমরা সাধু হই, কিন্তু তিলকের মাহাত্ম্য বা তত্ত্বকে কি আমরা চিন্তা করি? এই দেহটার মধ্যেই রয়েছে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং নরক। মন যখন নাভির নিম্নে, মানুষ তখন নরকে। মন যখন নাভির উর্দ্ধে কিন্তু কণ্ঠের নিম্নে, মানুষ তখন মর্ত্ত্যে। মন যখন কণ্ঠের উর্দ্ধে, তখন মানুষ স্বর্গে। স্বর্গের দুয়ার ভ্রূমধ্য। স্বর্গের দুয়ারে মনকে নিয়ত আকৃষ্ট রাখার জন্যই তোমাদের যত শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা আর গঙ্গামৃত্তিকার তিলক। যার মন ব্রাহ্মী স্থিতি থেকে কখনো বিচলিত হয় না, তিনিই অচ্যুত এবং সেই অচ্যুতাবস্থার প্রতি নিজেকে নিয়ত আকৃষ্ট

রাখার জন্যই ফোঁটা ও তিলক। কিন্তু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টির এই শোচনীয় দৈন্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘোর বিদ্বেষের উৎপাদন করেছে।

ভেদবুদ্ধি পরিহার কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ তোমরা প্রত্যেকে ধর্ম্মের তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য দাও। বাহ্যাচারের পার্থক্যকে পার্থক্য ব'লে স্বীকার কত্তে অস্বীকৃত হও। মানুষে মানুষে বাহ্যাচারের পার্থক্য চিরকালই থাক্‌বে। হে ভারত, আজ ভেদবুদ্ধি পরিহার কর। বৈষ্ণব আর শাক্ত, বিপ্র আর শূদ্র, হিন্দু আর মুসলমান, বৌদ্ধ আর খ্রীষ্টান, সবাই অন্তরে অনুভব কর যে, জগতের প্রত্যেকটী প্রাণী তোমার পরমোপাস্যেরই প্রিয় সৃষ্টি। নিজ নিজ ইষ্টে পরিপূর্ণ রূপে বিশ্বাসী হও এবং একমাত্র তিনি ছাড়া যে দুই জন সৃষ্টি-কর্ত্তা থাক্‌তে পারেন না, তা' অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কর। যে পথে চলুক, যে মতে বলুক, তাঁরই সন্তান ছাড়া এই সৃষ্ট জগতে যে একটী প্রাণীও থাক্‌তে পারে না, তা অন্তরের অন্তরে স্বীকার কর। তবেই তোমাদের সকল নীচতা বিদূরিত হবে।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা অখণ্ড-পতাকার তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। বাংলা ১৩৪৬ এর ২৮শে আষাঢ় এই পতাকার পরিকল্পনা হইয়াছিল।

সভার উপসংহারে আন্দিকূট গ্রামের জনৈক সুবক্তা, গাঙ্গেরকূট নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র ভৌমিক এবং পূর্ব্বহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দেবনাথ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের ব্যাপক লোকহিতকর প্রচেষ্টার পরিচয় প্রদান করিলেন।

জীবনের সত্য গৌরব

এই গ্রামে পাঁচটী মহিলা এবং আট জন পুরুষ দীক্ষালাভের আশায় সমগ্র দিন উপবাসী রহিয়াছেন। সভাভঙ্গ হইলে রাত্রি ৮৷৹ ঘটিকায় ইহারা অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—নামের সেবাকে জানবে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক কার্য্য। জান্‌বে জীবনব্যাপী যশ, কীর্ত্তি, মান, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভের মধ্যে যে গৌরব আছে, একটী ঘণ্টা একান্ত চিত্তে বিনীত প্রাণে বিনম্র হৃদয়ে নিরহঙ্কার আবেগে ভগবন্নাম জপের মধ্যে তার কোটিগুণ গৌরব রয়েছে। এই গৌরবই জীবনের সত্য গৌরব। এর প্রতি প্রলুব্ধ হও।

হায়দ্রাবাদ

২৫শে মাঘ রবিবার প্রাতে "হরি-ওঁ"-কীর্ত্তনে ক্ষেত্র-প্রান্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী হায়দ্রাবাদ স্বর্গীয় পুলিন বিহারী দত্তের বাড়ীতে পৌছিলেন। ৮ ঘটিকায় সমবেত উপাসনা হইল। জিনদপুরের সুধীর বাবু গত দিবস আকুব-পুরেও আসিয়াছিলেন, অদ্য হায়দ্রাবাদের উপাসনায়ও যোগ দিলেন। তাঁহার যেন উপাসনার একটা নেশা আসিয়াছে।

নামকে ভালবাস

উপাসনার পরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। দশ জন মহিলা এবং চব্বিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনুক্ষণ মনকে অনুজ্ঞা করবে, "মন, দীক্ষাপ্রাপ্ত অমৃতময় নামকে তোমার ভালবাস্‌তে হবে।" পৃথিবী-

জোড়া কত জিনিষকে ভালবাসার চেষ্টা ত' কর, কিন্তু সবই ত' বিষকুম্ভ পয়োমুখ, সবই ত' আপাত-মধুর পরিণাম-বিষ! নাম নিত্যমধুর, নাম নিত্যকুশল। সুতরাং আপ্রাণ যত্নে নামকে ভালবাসবে। ভগবানের নামকে ভালবাসাই ভগবানকে ভালবাসা ব'লে জানবে।

জাতিগত ঘৃণা বিদূরণে নারীর কার্য্য

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় সভারম্ভ হইল। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে দলে দলে পূজনীয়া সাধনা দেবীকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। একজনের মুখে শুনা গেল,—"যেই বেডিলা মুছলমানরে গিন্না করে না, আমরা তাইরে দেখ্‌তে আইছি।"

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী এক ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা দিলেন। বলিলেন,—জাতিতে জাতিতে ঘৃণার মূল আমাদের উৎপাটন কত্তে হবে। সেই কার্য্যে নারীর সাহায্য পুরুষদের একান্ত প্রয়োজন। একথা সত্য যে, নারীর শুচিতা পুরুষকে জগতে সংযত ক'রে রেখেছে। কিন্তু শুচিতা আর শুচিবায়ু এক বস্তু নয়। নারীর শুচিবায়ু পুরুষের অন্তরের সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধির কাজেও সাহায্য করেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভেদবুদ্ধি এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরণের কাজে নারীদেরও আজ অগ্রণী হওয়া অত্যাবশ্যক। নিজ ধর্ম্ম, নিজ শুচিতা, নিজ শুদ্ধতা, নিজ পবিত্রতা সব-কিছু অটুট রেখেও যে সকলের প্রতি মমত্বশীল, প্রেমশীল, ঘৃণাহীন, অবজ্ঞাহীন হওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত নারীদের প্রদর্শন কত্তে হবে।

বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াই ব্রহ্মচারিণীজী হায়দ্রাবাদ হইতে মেটংঘর রওনা হইলেন।

প্রেম জীবনের পরম সম্পদ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার বক্তৃতারম্ভ করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রেম জীবনের পরমমহৎ সম্পদ। এর চাইতে বড় জিনিষ, মানুষের জীবনেও নাই, দেবতার জীবনেও নাই। জীবনের যত অভাব, প্রেমের অভাবের কাছে তারা কেউ কিছু নয়। প্রেমহীন হৃদয় বৃক্ষহীন মরুভূমির ন্যায়। প্রেমিকের হৃদয়ই পৃথিবীর স্বর্গ, এর চেয়ে সুন্দর বস্তু জগতে কোথাও নাই।

সকল ভালবাসাকে একস্থানে জড় কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বহুস্থানে অর্পণ ক'রে সেই ভালবাসাকে প্রগাঢ় হ'তে দিচ্ছ না। ক্ষুদ্র তোমার চিত্তটীকে কতগুলি স্থানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়াবে? একটী কমণ্ডলু জল কতগুলি গাছের গোড়ায় দেবে? সকল দিকের সকল ভালবাসা কুড়িয়ে এনে তোমার পরমোপাস্যের পায়ে অর্পণ কর। দিকে দিকে ভালবাসাকে শতধা বিভক্ত ক'রে দিও না। 'একজনারে জান্‌লে আপন বিশ্বভুবন আপন তোর।' জগৎকে যদি আপন কত্তে হয়, তবে তোমার ইষ্টকে আগে প্রাণ দিয়ে ভালবাস।

হায়দ্রাবাদের আনন্দোৎসব শ্রীযুক্ত প্রমোদ বিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত ইন্দু বিহারী দত্ত এবং মোচাগড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদা চরণ দেবের অক্লান্ত শ্রমে বেশ সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইল। খেচরান্ন-প্রসাদের ধূমটা না করিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য তদনুরূপ হইল না। দলে দলে লোক আসিয়া হরি-ওঙ্কার ধ্বনি করিয়া প্রসাদ নিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীর প্রচুর ব্যয় হইল।

মেটংঘর

২৬শে মাঘ সোমবার প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মেটংঘর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সাহার বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। প্রাতে আটটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত তিনি মৌনী রহিলেন।

মনের ভিতরে তীব্র সংস্কার জাগ্রত কর যে, এই নামই তোমার প্রিয়তমের নাম, সুন্দরতমের নাম, জীবনেশ্বরের নাম।

জগতে নারীর দান

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় সভারম্ভ হইল। একটী অতি ছোট মেয়ে একখানি অভিনন্দন পাঠ করিল। প্রথমতঃ পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী দেড়-ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,— সমাজে এবং সংসারে নারীর শক্তি কত, তা যদি নারী জান্‌ত, তা হ'লে একটা দিনের ভিতরে সমগ্র পৃথিবীতে এক অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হ'য়ে যেতে পাত্ত। তাহ'লে গৃহে গৃহে আনন্দের ফোয়ারা ছুটত, প্রাণে প্রাণে উল্লাসের জোয়ার বইত, পল্লীর মন্দির-চূড়া গুলি আরও সহাস্য, আরও উন্নত হ'ত, মানুষ মানুষকে প্রেম-ভরে আলিঙ্গন কত্ত। নারী জানে না, জগতে সে কত বড় কাজ চিরকাল ক'রে এসেছে। সে পুরুষকে বিপথ থেকে টেনে রেখেছে, তার নিজের কাছে। যে পুরুষ হয় ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে নিজেকে কলুষিত কত্ত, নারী তাকে সহস্র-মুখ উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে টেনে রক্ষা করেছে, তাকে নিজ পত্নীতে একনিষ্ঠ করেছে। তার ফলে জগৎ থেকে সহস্র অশান্তি, অকল্পনীয় অপবিত্রতা এবং অসংখ্য সঙ্ঘর্ষ নিবারিত হয়েছে। এইখানে নারীর অতুলনীয় দান জগতে রয়েছে।

নারীর দুর্ব্বলতা

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—কিন্তু সহস্র স্থানের সহস্র উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে পুরুষকে টেনে এনে সভ্যতার সৃষ্টি কর্‌লেও নারীর এই এত বড় দানের মধ্যে একটা গুরুতর ত্রুটী রয়েছে। সেটী হচ্ছে তার ব্যক্তিগত সুখতৃষ্ণার

উন্মত্ততা। পুরুষকে সে হাজার জায়গার দুর্ব্বলতা থেকে টেনে এনেছে, সমাজ এবং সভ্যতাকে রক্ষা করেছে, কিন্তু নিজের অতৃপ্য ভোগাকাঙ্খার অনলে নিজ স্বামীকে দগ্ধ কত্তে ত' বিরত হয় নাই! নারীর এই দুর্ব্বলতার দরুণ মানব-সভ্যতার প্রতি তার এত বড় বিরাট দান পূর্ণ মর্য্যাদা পায় নাই।

নারী দেবী হোক্

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—তাই আজ নারীকে নিজ চরিত্রে দেবীত্বের মহিমা প্রকটিত কত্তে হবে। স্বামীটিকে সহস্র সহস্র বাইরের প্রলোভন থেকে টেনে রাখা তার মস্ত বড় কৃতিত্ব, কিন্তু স্বামীটিকে নিজের ভোগের অগ্নিতে দগ্ধ না ক'রে উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় পবিত্র জীবন যাপনের পথে টেনে নিয়ে জীবনকে দৈব মহিমায় মণ্ডিত করা নারীর বৃহত্তর কৃতিত্ব বা দেবীত্ব। জগৎ চায়, নারী আজ দেবী হোক্, নারী পুরুষের অন্তরে পবিত্রতার দিব্য প্রভা প্রজ্জলিত করুক, জগৎকে পবিত্রতার দীপ্তিতে দেদীপ্যমান করার মহাব্রত গ্রহণ ক'রে নারী জগৎপূজ্যা, জগদম্বা হোক্।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক প্রভাব

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা দেড় ঘণ্টা ব্যাপী একটা বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নারী এবং পুরুষ পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত যে, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের অবনতিতে অপরের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। যে সকল নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা বা যোগাযোগ নেই, তারাও নিজ নিজ চরিত্র ও চিন্তা দ্বারা অপরকে প্রভাবান্বিত করে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হ'য়ে গেলেন, স্ত্রীমুখ দর্শনে বিরত হ'লেন, কিন্তু তথাপি সহস্র সহস্র নারীর জীবনে ত্যাগ,

তপস্যা এবং কৃষ্ণ-ভক্তির জোয়ার এল। মীরাবাঈ সংসার ছাড়লেন, রণছোড়জীর সেবায় নিজ জীবন বিকিয়ে দিলেন, কিন্তু যারা মীরাবাঈকে দেখে নাই, দূর থেকে মাত্র নাম শুনেছে, এমন হাজার হাজার পুরুষ নিজ নিজ জীবনে তাঁর তপস্যা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রবল প্রভাব লাভ কর্ল্‌। একজন বিবেকানন্দ বা গান্ধী পুরুষরূপে জগৎকে সেবা দিলেও কত নারী তাঁদের চিন্তার প্রভাব পেয়েছে। একজন দুর্গাবতী বা লক্ষ্মীবাঈ নারী-শরীর নিয়ে আবির্ভূতা হ'লেও কত পুরুষের প্রাণে তাঁরা প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। নারী যদি শ্রেষ্ঠ নারী হয়, সে পুরুষের কুশল সম্পাদন কর্ব্বেই কর্ব্বে; পুরুষ যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়, সে নারীর উন্নতির কারণ-স্বরূপ হবেই হবে।

নারী-আন্দোলনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই জন্যই, আজ যদি আমরা শুধু নারীরই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আন্দোলন করি, তাহ'লে তার শুভফলে পুরুষও উন্নত হবে। নারীর যদি অটুট স্বাস্থ্য লাভ হয়, তার পুত্র পুরুষ হ'য়েও তার উত্তরাধিকারী হবে। নারীর যদি বিপুল বুদ্ধি হয়, তবে তার কন্যার সাথে সাথে তার পুত্রও তার ভাগ পাবে। নারীর যদি চরিত্র উজ্জ্বল হয়, নির্ম্মল হয়, তাহ'লে চতুর্দ্দিকের দশ যোজন স্থানের সকল পুরুষের চরিত্রের উপরে তার প্রতিবিম্ব পড়্‌বে। তারই জন্য, বিশেষ ক'রে নারীজীবনের আদর্শকে চ'খের সাম্‌নে উঁচু ক'রে ধরার জন্য এক বিরাট আন্দোলন আজ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পুরুষ সে আন্দোলনে সহযোগ দেবে কিন্তু প্রাণ হবে, আত্মা হবে নারীর স্বকীয় শক্তি, স্বকীয় অধ্যবসায়, স্বকীয় নিষ্ঠা। নারীকে আজ সাহস ক'রে এগিয়ে আস্‌তে হবে, নিজের বাহুতে নিজ কার্য্যভার নিতে হবে, অদম্য উৎসাহে শিক্ষালাভ, প্রচার, সংগঠন

এবং শক্তি-সমাবেশ কত্তে হবে। নূতন জীবনাবেশের উন্মত্ত উদ্দীপনায় সহস্র যুগের লক্ষ বিঘ্ন চূর্ণ ক'রে, লক্ষ বাধা উল্লঙ্ঘন ক'রে কেবলি এগিয়ে যেতে হবে। নারীর সেই বিরাট অগ্রগমন দেখ্তে না দেখ্তে পুরুষ-জাতির ভিতরে নূতন উন্মাদনা সৃষ্টি কর্বে। ফলে সমগ্র মানব-জাতি চিরকালের আলস্য পরিহার কর্বে, পৃথিবীতে নূতন গৌরবাবলির সৃষ্টি-কার্য্যে বাহু-প্রসারণ কর্বে।

সম্বন্ধের সত্যতা-স্থাপন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এবং তার জন্য চাই অন্তরের শুদ্ধতা, চিত্তের পবিত্রতা। আজ দেশ, জাতি এবং জগৎ একবিন্দু পবিত্রতা আর এক-বিন্দু সততার কাঙ্গাল। চতুর্দ্দিকের পঙ্কিল পরিস্থিতি, কলুষিত আবহাওয়া, পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাস্তূপ মানুষের স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের শক্তিকে, রুচিকে স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত কচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্বন্ধের অসত্যতা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আদান-প্রদানের কপটতা, ভাব এবং বাক্য বিনিময়ের মধ্যে প্রবঞ্চনা-প্রিয়তা জীবনের গতিপথকে প্রতিক্ষণে ধিকৃত এবং ব্যাধ-জাল-সমাকুল ক'রে রেখেছে। আজ যে চাই চরিত্রবলের উন্মেষ, আজ যে চাই মানুষে মানুষে সম্বন্ধের সত্যতা-প্রতিষ্ঠা। তুমি কি আমাকে ভালবাস? সে ভালবাসা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমি কি তোমাকে স্নেহ করি? সে স্নেহ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। রঙ্গীণ কাচের ভিতর দিয়ে নয়, সত্যের চশমার ভিতর দিয়ে তুমি, আমি, সকলে জগৎকে দেখ, দেখি এবং দেখুক।

সত্য সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ স্থাপনেই জগতের

সকলের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আপনা আপনি স্থাপিত হ'য়ে যায়। কেন্দ্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পার্‌লে, বৃত্তের প্রত্যেকটী বিন্দুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বৃত্তের প্রত্যেকটী বিন্দুর সঙ্গে সমান নৈকট্যের, সমান আত্মীয়তার সম্বন্ধ হয়। বাইরের আড়ম্বর দিয়ে সম্বন্ধের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভিতরের সম্বন্ধ যত পাকা হয়, বাইরের আস্ফালন তত কমে। ভিতরের সেই সম্বন্ধকে পাকা করার জন্য এস আমরা প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হই।

ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটার তাৎপর্য্য

পরদিন, ২৮শে মাঘ বুধবার, প্রাতে বাঙ্গরা যাইবার প্রাক্কালে ছয় জন মহিলা এবং চারিজন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায়-দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—ভ্রূমধ্যে যে শ্বেতচন্দনের ফোঁটাটী দেবে, সেটী তোমার শুধু যে মনঃসংযোগেরই সহায়ক, তা মনে ক'রো না। মনে মনে জান্‌বে যে, মনকে নামে নিয়ত সংলগ্ন ক'রে রাখার এইটী হচ্ছে প্রতিজ্ঞাপত্র, যেই প্রতিজ্ঞাপত্র তুমি তোমার ললাটে সংলগ্ন ক'রে টানিয়ে রেখেছ। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ দুরন্ত দোষ এবং সব সময়ে সঙ্কল্প কর্ব্বে যে, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ কর্‌বে না।

বাঙ্গরা

প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বাঙ্গরা শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ভদ্রের গৃহে পৌছিলেন। বসন্ত দাদা দীনতার প্রতিচ্ছবি এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শান্তিদিদি ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদের প্রাণের গভীর প্রেমই যেন সকল কাজ নিখুঁত এবং সুচারু করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন

মধ্যেও অতি অল্প লোকেই পোষণ ক'রে থাকেন। শ্রীশ্রীবাবার দৃষ্টিতে নারী মাত্রেই দেবী, জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রকাশ, মহাশক্তির প্রকট বিভূতি। আপনাদের প্রত্যেকের সন্তানেরাও কি নারীজাতি সম্পর্কে ঠিক্ এমনি উচ্চ অভিমত, এমনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে? যদি না করে, তাহ'লে আপনাদের এমন জীবন যাপন কত্তে হবে, যেন আপনাদের জীবনকে দেখেই আপনাদের পুত্রকন্যা এরূপ শ্রদ্ধা সকল নারীর প্রতি পোষণে বাধ্য হয়। সন্তানের চপল চিত্ত যখন যে-কোনও নারীর কাছে এসে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, সম্ভ্রমে, স্নিগ্ধ এবং নম্র হয়, তখনই বুঝ্‌তে হবে, তার মা কত মহীয়সী। নারীজাতির প্রতি আপনার পুত্রের দৃষ্টি কত পবিত্র, তাই দিয়ে বিচার হবে, আপনি কতখানি উচ্চ-মহিমা শালিনী। কেননা, মা কেবলই সন্তানকে স্তন্যরস পান করিয়ে প্রাণযুক্ত রাখেন না, পরন্তু নিজের ভিতরের উচ্চ মর্য্যাদাবোধ এবং সম্ভ্রম-শালীনতাকে সন্তানের অন্তরে সর্ব্বনারীর প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবুদ্ধি রূপে প্রদানও করেন। এতেই মায়ের হয় প্রকৃত পরিচয়।

খাপুরা

পরদিন, ২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৬টা হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন। অতঃপর অপরাহ্ণে পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে রূপবাবু জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া নিজ মটর-কারে করিয়া খাপুরা গ্রামে শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র দত্তের বাড়ীতে স্বয়ং পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

অতীতের দৃষ্টান্ত হইতে পথ-নির্দ্দেশ গ্রহণ

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় খাপুরাতে একটী মহিলা-সভা হইল। পূজনীয়া

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—তোমরা তোমাদের জীবন এমন সুন্দর ক'রে গঠন কর, এমন পবিত্র তাকে কর, এমন নিষ্কলঙ্ক তাকে কর, যেন ব্রহ্মগুরুর জয়ধ্বনি তোমাদের মৌখিক উচ্চারণের কোনও প্রতীক্ষা না রাখে। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনই যেন জগতে এক একটা জয়ধ্বজার মতন উড্ডীন থাকে।

ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় সভা আরম্ভ হইল। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শৈলেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী "খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড" এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী গাহিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতারম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুনা যায়, কোনো কোনো দেশে শিশুপাঠ্য পুস্তকে একথা লেখা আছে যে, ঈশ্বর নাই। এই অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা, আমি তা' জানিনা। কিন্তু ঈশ্বর যে নাই, একথা শিখাবার জন্য যদি সত্য সত্যই কেউ কোথাও চেষ্টা ক'রে থাকেন, দেখা যাবে, দীর্ঘকাল পরে সেই চেষ্টা ব্যর্থ ই হ'য়ে গেছে। কেননা, ঈশ্বর যে আছেন, একথা মানুষ মানুষকে শিখিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে তবে বিশ্বাসবান্ করে নি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বাহিক শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজের অন্তরের তাগিদে ঈশ্বরকে মানে, হৃদয়ের স্বভাবে ঈশ্বর-পূজনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব'লে জ্ঞান করে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থ একযোগে সব দগ্ধ ক'রে দাও, মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জা সব একযোগে চূর্ণ ক'রে দাও, তারপরে ধারাবাহিক হাজার বছর ধ'রে মানুষকে শিক্ষা প্রদান কর যে, ঈশ্বর নাই, তবু তারপরে দেখ্‌বে, এত সব উৎপীড়নের চাপের নীচ থেকেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

ক্রমশঃ মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এত চেষ্টাতেও একে দাবিয়ে রাখা গেল না। ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, ঈশ্বরে বিশ্বাসও স্বতঃসিদ্ধ। একথা সত্য যে, অমূর্ত্ত অর্থাৎ abstract তত্ত্ব নিয়ে মানুষ যত শব্দ ব্যবহার করে, তার সঠিক ব্যাখ্যা করার উপায় নেই এবং একজনে একই শব্দে যা বোঝে, অন্য জনে নিজ সংস্কারের অনুরূপ ভাবে তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন-সংযোজন ক'রে তবে তাকে বু'ঝে থাকে। এর ফলে, একই শব্দে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে বোঝে। একথা সত্য। তাই, ঈশ্বর কি, ঈশ্বর কেমন, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, ঈশ্বরকে দিয়ে জীবের কি প্রয়োজন, জীবকে দিয়েই বা ঈশ্বরের কি প্রয়োজন, এই সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা ও বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু তথাপি এটাও সম্পূর্ণ সত্য যে, জীব মাত্রই পরিণামে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়।

জীবনের পরম লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? এই বিষয়ে আমার মতামত একেবারে সুস্পষ্ট। এর ভিতরে কণামাত্র ধোঁয়াটে ভাব নেই, কণামাত্র অস্পষ্টতা নেই, কণামাত্র হেঁয়ালী নেই। ভগবানে আত্মসমর্পণই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, নদ, নদী, আকাশ, মাটি, মেঘ, বৃষ্টি, জল, বায়ু, সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কারো জীবনের কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কেউ এ সুমহৎ উদ্দেশ্যের কথা জীবনের শেষ যামে বা চরম মুহূর্ত্তে বোঝে, কেউ বা বোঝে জীবনের তরুণ কৈশোরে। কিন্তু যে যখনি বুঝুক, এইটাই জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য।

প্রেমই আমাদের স্বভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চতুর্দ্দিকের সহস্র অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে আমাদের চঞ্চল হবার প্রয়োজন নেই। আজ ভারতের আকাশ হিংসার মেঘে আচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে আজ নিদারুণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছড়াছড়ি, হিংসার হলাহল আজ জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশাধিকার দাবী কচ্ছে। কিন্তু তথাপি ভয়ের কারণ কিছুই নেই। একদিন আমাদিগকে সকল বিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে সকল জাতিকে, সকল বর্ণকে, সকল সম্প্রদায়কে প্রেমবাহু-বিস্তারে আলিঙ্গন দিতেই হবে। কারণ, প্রেমই আমাদের স্বভাব, অপ্রেম আমাদের পরভাব। প্রেমই আমাদের স্বধর্ম্ম, অপ্রেম আমাদের পরধর্ম্ম।

ডাল্‌পা

২রা ফাল্গুন শনিবার বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ডাল্‌পা শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র চৌধুরীর গৃহে পৌছিলেন।

ভবতোষ চৌধুরী, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সুরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাদের বিপুল চেষ্টায় অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে এক জন-সমাকুল সভার অনুষ্ঠান হইল।

দুর্ভাগ্য বিদূরণের সাধনা

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী প্রথমতঃ একঘণ্টা পনের মিনিট কাল বক্তৃতা দিলেন।

তিনি বলিলেন,—জাতির ভাগ্য জাতিই নির্ম্মাণ করবে, মাটি ফুঁড়ে বা আকাশ ফেঁড়ে কোনো জাতির ভাগ্যোদয় ঘটে না। পলে পলে কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে অবনত, পদানত, হতভাগ্য জাতি মহাবল সঞ্চয় করে এবং তারই শক্তিতে দীর্ঘকালের দুর্ভাগ্য বিদূরণ করে, দুর্ভাগ্য-বিদূরণের সেই সাধনায় আজ আমাদের ব্রতী হ'তে হবে।

নারীর ত্যাগ ও তপস্যা

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—কিন্তু এই ব্রত-সাধনায় শুধু পুরুষদের রত হ'লেই চল্‌বে না, এই দুশ্চর তপস্যায় নারী জাতিকেও আজ সাগ্রহে, বুক ফুলিয়ে, নির্ভয়ে এগিয়ে আস্‌তে হবে। জীবনের দুরূহতম ত্যাগ এবং কঠিনতম তপস্যার জন্য তাকে আজ প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌তে হবে। চিরপোষিত সংস্কারের দুর্ব্বলতা, লাজুকা ও আসক্তিতে বিসর্জ্জন দিয়ে তাকে আস্‌তে হবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে আর কোনও অবস্থাতেই পশ্চাদপসারণ কর্ব্ব না, এই পণ নিয়ে তাকে নাম্‌তে হবে।

ধান্য তথা দূর্ব্বা

অতঃপর স্থানীয় একজন ভদ্রলোক কিছু বলিলে পরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার বক্তৃতারম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বলিলেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সকল স্থানের ন্যায় এখানেও আপনারা আমাকে ধান্য এবং দূর্ব্বা দিয়ে অভিনন্দন করেছেন। ধান্য হচ্ছে জীবিকার প্রতীক, দূর্ব্বা হচ্ছে অন্তহীন জীবনের প্রতীক। ধান্যদূর্ব্বা দিয়ে অভিনন্দন করার প্রকৃত তাৎপর্য্য হচ্ছে সদুপায়ে অন্নার্জ্জন করার আশীর্ব্বাদ এবং অন্তহীন জীবনের আশীর্ব্বাদ। ভারতের ঋষি এই আশীর্ব্বাদকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ব'লে গণনা কত্তেন।

সত্য জীবিকার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু আজ পৃথিবীতে সত্য জীবিকা কোথায়? আজ ত' জীবিকার মানে কারো পক্ষেই সত্য পথে চ'লে অন্নার্জ্জন বুঝায় না। আজ ত' জীবিকার মানে দাঁড়িয়েছে পরকে প্রবঞ্চনা করা। যে যত

পরকে ঠকাতে পারে, তারই পক্ষে তত বিত্তশালী হওয়া সম্ভব। অপরের প্রাপ্য অন্ন যে যত অধিক সুকৌশলে কেড়ে এনে নিজের গোলায় মজুদ কত্তে পারে, সে তত বড় ধনপতি। সে যদি সেই প্রবঞ্চনা-লব্ধ কোটি কোটি মুদ্রার মধ্য থেকে দুই চারিটী কদন্ন-গ্রাস দরিদ্রকে দান কল্প, আমরা তাকেই আজ ব'লে থাকি সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ। মানুষ যে তার সত্য জীবিকা হারিয়েছে, মানুষ যে জীবন ধারণের জন্য, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য অবিরাম নিজ প্রতিবেশীকে প্রবঞ্চিত করার ফন্দী অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে, তার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করা আজ একান্ত প্রয়োজন।

আদর্শ সমাজ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন সমাজ জগতে সৃষ্টি কত্তে হবে, যে সমাজে ছোট-বড় সকলের পেটে অন্ন আছে, সকলের মুখে হাসি আছে, সকলের প্রাণে বল আছে, সকলের হাতে কাজ আছে, প্রত্যেকটী ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য পালনের জন্য জীবন দানে সর্ব্বদার জন্য প্রস্তুত আছে।

প্রেমের বল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এইরূপ সমাজ-গঠন অসাধ্য কার্য্যের পর্য্যায়ে পড়ে। অথচ, এই অসাধ্যই সাধন কত্তে হবে। সেই অসাধ্য সাধনের পন্থা কি? প্রেমের বলেই সেই অসাধ্য সাধিত হবে। তোমরা চালাকীর শক্তিতে আস্থা ন্যস্ত ক'রে পরিণামে ঠক্‌বার ব্যবস্থা পাকা ক'রো না। প্রেমকে সকল কর্ম্মনিষ্ঠার মূলদেশে স্থাপন কর, প্রেমের বলে জগতে অকল্পনীয় ব্যাপার সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হবে। প্রেমই অমোঘতম শক্তি।

কেনার কড়ি

৩রা ফাল্গুন, রবিবার প্রাতে আট ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান

হইল। শ্রীযুক্ত ভবতোষ দাদার সুলিখিত হস্তাক্ষরে শ্রীশ্রীবাবার অমৃতময়ী বহু মন্ত্রবাণী লিখিত হইয়া উপাসনা-মণ্ডপের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবা আনন্দ-সহকারে বলিতে লাগিলেন,—যারা উপাসনার আয়োজন যত্ন ক'রে করে, আমি চিরকালের জন্য তাদের কেনা হ'য়ে থাকি। আমাকে কিন্‌তে আর কোনো কড়ি লাগে না।

হিতকর কার্য্য

উপাসনার পরে সাতাইশ জন মহিলা এবং পঁচিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষিতদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—তোমরা সর্ব্বদাই কোনও না কোনও হিতকর কার্য্যে নিজেদের নিয়োজিত ক'রে রাখ্‌বে। একটী নিমেষও আলস্যে কাটাবে না। তবে জান্‌বে যে, ভগবানের নামে লগ্ন থাকার চাইতে অধিকতর হিতকর কার্য্য জগতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই।

চৌবেপুর

চৌবেপুর গ্রামে আমাদের মাত্র একজন গুরুভ্রাতা আছেন,—শ্রীযুক্ত হরিদাস দেব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবদাসও আমাদের পরমার্থ-ভ্রাতা, কিন্তু তিনি এখন কলিকাতায়। চৌবেপুরের অনুষ্ঠানের পূর্ণ সাফল্যের জন্য দাদা হরিদাসকেই সকল ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়, এমন নিরভিমান কর্ম্মী দুর্ল্লভ।

বেলা একটার সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে নিয়া শ্রীশ্রীবাবার নিজের পাল্কীখানা চলিয়া গেল। পৃথক্ পাল্কীর ব্যবস্থা সম্ভব করা না যাওয়ায় বন্দোবস্ত করা হইল যে, এই পাল্কীই ঘুরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া যাইবে। চৌবেপুর পৌছিয়াই শ্রীশ্রীবাবার ফটোখানাকে সভাপতি-

রূপে স্থাপন করিয়া পূজনীয়া সাধনা দেবী তাঁহার বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন, কেননা সভারম্ভের সময় হইয়া গিয়াছে। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী অবিরাম বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু এদিকে পাল্কী আসিয়া ডালপা পৌছিতেছে না বলিয়া শ্রীশ্রীবাবাও রওনা হইতে পারিতেছেন না। যখন সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেল, তখন শ্রীশ্রীবাবা পদব্রজে যাইবার জন্য মাঠে নামিয়া পড়িলেন। কুলী না পাওয়ার দরুণ ডালপার ভ্রাতারা এক এক জন এক একটা করিয়া বোঝা ঘাড়ে তুলিলেন। স্কন্ধ এই কার্য্যে অনভ্যস্ত কিন্তু তাঁহাদের প্রাণের প্রেম তাঁহাদের দ্বারা এই দীর্ঘ পথ জুড়িয়াই ইহা সম্ভব করাইয়া লইল। প্রায় সিকি মাইল যাইবার পরে দেখা গেল, পাল্কী আসিতেছে।

ব্রহ্মচারিণীজীর আশ্চর্য্য বাগ্মিতাশক্তি

শ্রীশ্রীবাবা যখন চৌবেপুর পৌছিলেন, তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা আসিয়া না পৌছা পর্য্যন্ত পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী বক্তৃতা ছাড়িতে পারেন না। কারণ, বক্তৃতা বন্ধ করিলেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র প্রতিচিত্রখানার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মচারিণীজী অবিরাম কত মধুর সব কথা যে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শুনিয়াছি, বিবেকানন্দ নাকি গুরু-নির্ভরের বলে চিকাগো-বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীরও চৌবেপুরের বক্তৃতা তদ্রূপ অনুপ্রাণিত (inspired) বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি ধারাবাহিক চারি ঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবাও আসিয়া পৌছিলেন, তুমুল হরি-ওঁ নিনাদের মধ্যে পূজনীয়া সাধনা দেবীর বক্তৃতাও শেষ হইল। ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে যে সকল বিভিন্ন কথা

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী বলিয়াছেন, অন্ত তাহার প্রায় প্রত্যেক কথাই বলিলেন।

গঠন-যজ্ঞে নারী

পরিশেষে ব্রহ্মচারিণীজী উপসংহাররূপে বলিলেন,—ভারতবর্ষের যেখানে যে যুগে যত প্রকারের মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্ব্বে প্রস্ফুটিত হয়েছে, সবগুলির যুগপৎ পুনরাবির্ভাব অদূর অনাগতে হবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের সকল মহীয়সী মহিলারা একযোগে এই ভারতে পুনরায় আত্ম-প্রকাশ কর্ব্বেন। যাতে সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের বিরাট সমারোহ সম্যক্‌রূপে সুসম্পন্ন হ'তে পারে, তার জন্ম বর্ত্তমান কালের রমণীগণ দেশকে, জাতিকে, সমাজকে তার অনুকূল ভাবে গঠনের জন্ম কৃতসঙ্কল্প হউন। যে নারীকে ধ্বংশ-পরায়ণা ব'লে সহস্র বার নিন্দা করা হয়েছে, সেই নারীকে আজ গঠন-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে হবে।

এস আমরা উদার হই

শ্রীশ্রীবাবা পৌঁছিবামাত্রই বক্তৃতারম্ভ করিতে পারিলেন না। মিনিট পনের বিলম্ব করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। এজন্ম অন্য একজন বক্তা এই সময়টুকু শ্রোতাদের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা দের ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বদ্ধ জীব কলহ ভালবাসে, মুক্ত জীব সকলকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করে। কুয়ার ব্যাং সঙ্কীর্ণতাকেই সুখের স্বর্গ ব'লে জ্ঞান করে; কিন্তু সমুদ্রচারীর প্রাণ, উন্মুক্ত, উদার, সহৃদয়। এস আমরা সকল বদ্ধতা পরিহার করি, এস আমরা সকল নীচতার জাল ছিন্ন ক'রে উন্মুক্ত উদার হই। এস আমরা ভালবাসার ধনে ধনী হই এবং তারই ফলে আত্মকলহ ভুলি।

ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ শাশ্বত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের সাথে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক যে ভ্রাতৃত্বের; একথা যেদিন মানুষ ভুলে যায়, সেদিনই সে তার সর্ব্বনাশ করে। যেখানে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে একের শ্রেষ্ঠত্ব বা অপরের নিকৃষ্টত্ব উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে না। কারণ, সকল ব্যবধান যে ভালোবাসারই বলে অপসারিত হয়ে যায়। জগতে বর্ণের, জাতির, জন্মগত সুযোগের পার্থক্য চিরকালই থাকবে,—সকলেই কখনো একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্মাবে না, সকলেরই জন্মমাত্র সুযোগ-সুবিধা সমান হবে না। কারণ, জীব নানা স্থানে জন্মগ্রহণ করে কেবল নানাপ্রকারের কর্ম্মেরই অবশ্যম্ভাবী ফলে। লোকহিতচিন্তক পরহিতপ্রাণ মহতেরা সকল মানবকেই জন্মমাত্রই সমান সুযোগ দেবার জন্য নানা পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু যে যেমন কর্ম্ম করেছে, সে তারই অনুযায়ী সুযোগগুলি জন্মমাত্র লাভ কর্ব্বে। এই কারণেই পৃথিবীর সকল লোককে সমান সৌভাগ্যবান্ করার কোনও উপায় নাই। কিন্তু সকল লোককেই সমান ভালবাসার অধিকারী আমরা কেন কত্তে পারব না? কেন আমরা সকলকেই ভাই বা ভগিনী জ্ঞান ক'রে তার সুখে সুখ, তার দুঃখে দুঃখ অনুভব ক'রে তার সঙ্গে সহানুভূতি ও তার প্রতি সমবেদনা পোষণ কত্তে পারব না? কেন আমরা পরস্পরকে ভাই-বোন্ জেনে একের অভাবে অপরে নিজের মুখের গ্রাস তুলে দিতে পারব না? কেন আমরা নিজেদের জীবনের সুখ-সুবিধাগুলিকে সকলের সঙ্গে বণ্টন ক'রে নিয়ে সামান্য সুখকেই বৃহত্তর ক'রে নিতে পারব না? ভাই ভাইয়ের জন্য কি না কত্তে পারে? বোন্ বোনের জন্য কি না কত্তে পারে? আমাদের সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ত ভাই-বোনের। এক ভাই কম-উপার্জ্জক

হ'লে কেন অধিক-উপার্জ্জক ভাই তাকে খাওয়াবে না? এক বোন্ ধনী পরিবারে বিবাহিতা হ'লে কেন সে তার দরিদ্র পরিবারে বিবাহিতা ভগিনীকে সাহায্য-সহায়তা কর্‌বে না? ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কই যে আমাদের মধ্যে শাশ্বত!

লালসাহীনতার ও নির্লোভতার ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ মনে করে যে, তার সভ্যতা সে সৃজন করেছে তার শিল্প-বুদ্ধির দ্বারা। যাতে কম পরিশ্রমে বেশী জিনিষ উৎপাদিত হয়, যাতে অল্প সময়ে বেশী পথ চলা যায়, যাতে কম লোক দিয়ে বেশী কাজ করান যায়, যাতে এক দেশের সম্পদ অন্য দেশে পাঠিয়ে সেই দেশের সম্পদ প্রচুর লভ্য সহ আবার এই দেশে ফিরিয়ে আনা যায়, এই সকল আবিষ্কার করেই মানুষ বিপুল ও বিরাট সভ্যতার সৃজন করেছে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় যে, এর সঙ্গে সঙ্গে সর্বনাশা এক লোভকে সে করেছে অনুশীলন, যার মহিমাই হচ্ছে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে নিজেকে পরিপুষ্ট করায়, যার প্রতাপই হচ্ছে অপরের ক্ষুধার গ্রাস কেড়ে এনে অকারণে নিজের লোহার সিন্ধুক পূর্ণ করায়, যার বাহাদুরীই হচ্ছে জগতে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ক'রে ভগবানের সেরা সৃষ্টি মানুষকে যন্ত্রদানবের ক্রীতদাস করায়। একে সভ্যতা বল্‌ব না, এর প্রকৃত নাম অসভ্যতা। যা মানুষের মন থেকে দুর্নিবার লোভকে অপসারিত ক'রে নিজের ক্ষুধার অন্ন গ্রহণকালে দশজনের ক্ষুধার কথা চিন্তা করতে বাধ্য করে, তেমন চিন্তাই জগতে সভ্যতাকে করবে সৃজন, পোষণ ও পালন। পরধনে লোভহীন প্রাচীন ভারতের ঋষিকে স্মরণ কর এবং তাঁর লালসাহীন সদাসন্তুষ্ট সুন্দর মনটিকে ধ্যান কর। দেখবে, অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে বড়লোক হবার হীন কামনা তোমার মন থেকে মুছে যাবে। সবাই যখন কেবল পরানিষ্ট

চিন্তাই কচ্ছে, তখন তুমি কর সর্ব্বজনের শুভকামনা। তোমার নিজের কুশলকে সকলের কুশলের কাছে বিকিয়ে দিয়ে তুমি সর্ব্বজনের কুশল সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ কর।

ভালবাসার জয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভালবাসাই হোক্ আজ আমাদের জীবন-পথের পাথেয়। সবাই আমরা প্রাণমন দিয়ে ভালবাসব। ছোট ব'লে কাউকে করব না অবজ্ঞা, বড় বলে কাউকে করব না ভয়। যার যার যোগ্য সম্মান সমাজের বুকে অব্যাহত রেখেই আমরা মনঃপ্রাণ দিয়ে সকলকে ভালবেসে যাব। আমাদের ভালবাসার ফলে বিশ্ব-সমাজ নূতন হয়ে গড়ে উঠবে। ছোটবড়র ভেদাভেদকে প্রাধান্য না দিয়ে আমরা সকলকে হৃদয়-মন দিয়ে স্নেহে প্রেমে আবরণ করে ধরব। আমাদের ভালবাসার জয় জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আমাদের ভালবাসা ভেদবুদ্ধির বিমর্দ্দক হবে।

অন্যায় ও অধর্ম্ম দূরীভূত হয়ে যাক্

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর, শান্তিহীন জগতে আমরা শান্তি করব প্রতিষ্ঠা, শ্রান্তিতে ঢলে-পড়া জগতে আমরা দিব নব জীবনের পৌরুষ। প্রেমের অমৃত-রসায়নে আমরা এই অসাধ্য সাধন করব। সকল বিদ্বেষ, সকল কলহ, সকল মতান্তর, মনান্তর, হিংসা, ঈর্ষ্যাকে পরাভূত করার জন্য আমরা প্রয়োগ করব দৈব অস্ত্র ভালবাসার। হিংসার বিনিময়ে হিংসা নয়, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যা নয়, কপটতার বিনিময়ে কপটতা নয়, সকলকে ভালবাসার অমোঘ শক্তিতে আমরা সমগ্র জগতের শান্তি ফিরিয়ে আন্‌ব। কে আছ সত্য সত্য মানুষ, সে আজ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ো না। চোর কেন চুরি করে? পরদ্রব্যে তার লোভ আছে

ব'লে। দস্যু কেন দস্যুতা করে? অপরকে সে আপনার জন ব'লে মনে কত্তে পারে না বলে। কেন মানুষ মানুষের অপমান অসম্মান অসন্তোষ সৃষ্টি করে? তার সঙ্গে তার সম্পর্ক যে কত মধুর, তা সে জানে না ব'লে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরমমধুর সুধাধারায় আজ তাকে পরিষিক্ত কত্তে হবে, এবং তা তুমিই করবে, আমিই করব, আমরা সকলে মিলে করব। অন্যের উপরে কার্য্যভার অর্পণ ক'রে আমরা একজনেও আর অলস হ'য়ে ব'সে থাকব না। জগৎ থেকে অন্যায়, অধর্ম্ম, অপরাধ, মিথ্যা, ছলনা, প্রবঞ্চনা চিরতরে দূরীভূত হয়ে যাক্।

পুলিশের প্রয়োজন কি ?

কসবা থানার একজন দারোগা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতাকে বলিলেন,—আপনাদের এসব বক্তৃতার ফলে পুলিশের পরিশ্রম অনেক ক'মে যাবে।

ভ্রাতা হাসিয়া বলিলেন,—আমরা ত' এমন জগৎই সৃষ্টি কত্তে চাই, যে জগতে অন্যায় নাই, অপরাধ নাই, জোর-জুলুম-জুয়াচুরি নাই, মিথ্যা নাই, প্রবঞ্চনা নাই, অশান্তি নাই সুতরাং পুলিশের প্রয়োজনও নাই।

নামই জ্ঞানের আকর

৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার প্রাতে ছয় ঘটিকায় চৌবেপুরের দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। আট জন মহিলা এবং ছয় জন পুরুষ দীক্ষা পাইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা নব-দীক্ষিতদিগকে উপদেশ দিলেন,—মঙ্গলময় নামকে সকল জ্ঞানের খনি ব'লে জান্‌বে। গ্রন্থপাঠে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান আনুমানিক, অবস্থান্তরে তাতে পরিবর্ত্তন আসে, তা কাল সহযোগে বিস্মৃতিতে বিলীন হয়। তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু একনিষ্ঠ নামের সেবাতে যে

জ্ঞানের উদয় হয়, তা সুস্পষ্ট-উপলব্ধ, পূর্ণ সত্যময় এবং নিত্যজাগ্রৎ। সুতরাং নামকেই জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ব'লে জান্‌বে এবং নিরন্তর তার সেবায় নিরত থাক্‌বে।

নির্বিরোধ জগৎ-সেবা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের সেবার মধ্য দিয়ে নির্বিরোধ জগৎসেবা হয়ে থাকে। অকপট অকুণ্ঠ মনে যে ভগবানের নামের সেবা করে, সর্ব্ব-জীবের প্রতি তার কামনাকলুষহীন প্রেম উপজাত হয়। সেই প্রেম তাকে নিয়োজিত করে বিশ্ববাসীর দুঃখ-বিদূরণে। ভগবানের নামের সেবা ক'রেও যদি তোমার মনে জগতের লোকের দুঃখ দেখে ব্যথা না জাগে, তবে বুঝতে হবে যে তোমার নাম করা হয় নাই।

লেসিয়ারা

বেলা আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা চৌবেপুর ত্যাগ করিলেন।

লেসিয়ারা গ্রাম হইতে কেহ শ্রীশ্রীবাবাকে আমন্ত্রণ করেন নাই। কিন্তু চৌবেপুর হইতে চান্দাইসারের দূরত্ব বিবেচনায় পাল্কী-বাহকদের কষ্ট প্রশমনের জন্য লেসিয়ারাতে একটা বিশ্রাম-স্থল রাখিতে নিজেই ইচ্ছা করিয়া শ্রীশ্রীবাবা ভ্রাতৃবর ননীগোপাল ঘোষকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ভ্রাতা ননীগোপালের বাড়ী লেসিয়ারা নহে।

হিতবাদী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক লেসিয়ারা-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উৎসাহে গ্রামের যুবকেরা একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে সভারম্ভ হইল। নিকটবর্ত্তী 'কুটী'-র বাজারে আজ হাটবার। এজন্য কুটী-নিবাসী ব্যব-সায়ীদের নিকট হইতে অনুরোধ আসিল যেন শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষের

দিকে হয়। কিন্তু কুটীর লোকেরা আসিয়া না পৌছিতে পারিলেও লেসিয়ারা গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর গ্রামের প্রচুর সজ্জনের সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের চাঞ্চল্য নিবারণার্থে শ্রীশ্রীবাবা এক-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তৎপরে আমাদের দুই গুরুভ্রাতা দুইটী বক্তৃতা দিয়া কালহরণ করিলেন। শেষের দিকে শ্রীশ্রীবাবা দেড় ঘণ্টা-ব্যাপী উপসংহারীয় ভাষণ প্রদান করিলেন। লেসিয়ারাতে যখন শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা চলিতেছে, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তখন হরি-ওঁ কীর্ত্তন সহকারে বাদের গ্রামে পরিক্রমা করিতেছেন।

ভারতকে আত্মস্থ হইতে হইবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সিঙ্গাপুরকে গ্রাস ক'রে ভারতের দিকে উল্কার বেগে অগ্রসর হবার আয়োজন কচ্ছে, তখনই আমাদের বেশী ক'রে আলোচনা করা দরকার যে, ভারতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি, ভারতীয় জীবনে ত্যাগ, তপস্যা ও আত্মাহুতির স্থান কোথায়? পশ্চিমের বিভ্রান্তিকারিণী সভ্যতা যদি এতদিন আমাদিগকে বিপথ-পরিচালিত ক'রে থাকে, তবে আজ দূরতম প্রাচ্যের পীত সভ্যতা সম্পর্কেও আমাদের বিভ্রম-বিনাশী সৎপন্থার উদ্ভাবন ক'রে রাখ্‌তে হবে। ভারতকে আজ আত্মস্থ হ'য়ে আপনার বিস্মৃত অতীতের গর্ভ থেকে নিজ সত্যিকারের আদর্শকে খুঁজে নিতে হবে। শক, হুন, পারদ, গুর্জ্জর প্রভৃতিকে ভারত আত্মস্থ ক'রে নিয়েছে, তারা বিজয়ীর বেশে এদেশে এসেও ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হ'য়ে আমাদের সাথে মিশে গেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস কি তারই অনুরূপ হ'য়েছে? অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজের কথাই বলি, আমরা কি তাদিগকে

নিজেদের মধ্যে জীর্ণ ক'রে নিতে পেরেছি, না, তাদের কৃত্রিম সভ্যতার আলেয়ার আলো অনুকরণ ও অনুসরণ ক'রে নিজেদের নিজস্বতাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি? জাপানী যুদ্ধ নানাবিধ অপ-সম্ভাবনা সমূহে পরিপূর্ণ। সে জয়ী হোক্ আর পরাজিত হোক্, তার সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে এসে আমরা আমাদের নিজস্বতাকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা করব, আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সেই চিন্তা করা প্রয়োজন। ঐ যে খর্ব্বাকৃতি পরিশ্রমী জাতি, যাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং জীবন-মৃত্যুর দার্শনিক ভিত্তি আমাদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, সেই জাতির উচ্চ কলরোলের মুখে আমাদের নিজস্ব সভ্যতার স্পর্দ্ধার সঙ্গে দাঁড়াবার বল কি সংগ্রহ কত্তে হবে না? আর জাপান যদি পরাস্ত হ'য়ে নিজ গৃহে ফিরে যায়, তখন বিজয়ী ইংরেজের বিজয়োৎসবের মাতামাতির মুখে যদি ভারত সত্যিকার স্বাধীনতা-বোধ নিয়ে না দাঁড়ায়, তাহ'লে প্রায় দুইশত বৎসর ধ'রে যে পরানুকারিণী বৃত্তির চর্চ্চা ক'রে ক'রে আমরা জন্তুর পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছি, সেই বৃত্তির মায়া-মরীচিকা আমাদিগকে টেনে নিয়ে নরকের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ কর্ব্বে। তাই আজ সাবধানতার একান্ত প্রয়োজন এবং আমাদের গৌরবান্বিত অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আমাদের যা-কিছু সত্য, আমাদের যা-কিছু সুন্দর, আমাদের যা-কিছু মহান্, আমাদের যা-কিছু মহিমময়, তার পুনরনুসরণের ও পুনরনুশীলনের জন্য বদ্ধপরিকর হ'তে হবে।

ভারতের সাধনা বিশ্বমুখীন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনে করো না যে ভারতের নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই এই সকল কথা তোমাদের বলছি। ভারতের আত্মস্থতার কেবল ভারতেরই লাভ, তা নয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিই এমন

কর, তার ভালমন্দ বিচার কর, অন্যায় ও অসত্যকে বর্জ্জন কর, ধর্ম্ম এবং সত্যকে গ্রহণ, পালন ও বর্দ্ধন কর। তোমাদের জীবনে নব-জাগরণের সাড়া আজ ফুটে উঠুক।

শান্তির পথ

চান্দাইসার গ্রামে শ্রীশ্রীবাবা দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইষ্টনামের মধুতে ডুবে যাওয়াই শান্তির পথ। দশ দিকে শান্তি-সুখের অন্বেষণ না ক'রে এই জন্যেই সাধকেরা নামের সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। ভগবানের নামই জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং কল্পতরু-সদৃশ সর্ব্ব-সুখ-বিধাতা। ভগবানের নামই শান্তির আকর। নাম মনকে প্রেমযুক্ত করে, পাপমুক্ত করে, প্রশান্ত ও সুন্দর করে। তোমরা ভগবানের নামেতে নিজেদের নিমজ্জিত করে দাও। তোমরা তাঁর নামের সেবা কত্তে কত্তে এমন প্রেমরসের অস্বাদন কর, যার মধুগন্ধ দূর থেকে পেয়ে শত শত পিপাসিত প্রাণ এসে নামের আস্বাদনে লেগে যায়। ভগবানের নাম তোমাদিগকে ভগবানের নিকটবর্ত্তী করুক, ভগবান্‌কে অনুমানের আর যুক্তি-তর্কের জিনিষে থাকতে না দিয়ে তোমাদের প্রত্যক্ষ করা, তোমাদের জীবনের প্রতি গতিচ্ছন্দে পাওয়া অনন্ত নিধিতে পরিণত করুক। ভগবান্ পরম শান্তির বিগ্রহ, পরম শান্তির খনি। হাতের কাছে সেই খনি থাকতে যেন তোমরা বৃথাই সুখের লোভে নানা স্থানে হাতড়ে বেড়িও না।

ক্ষুদ্রের শক্তি

৬ই ফাল্গুন বুধবার প্রাতে সাত ঘটিকায় চান্দাইসার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মার গৃহে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। উপাসনাতে কমপক্ষে

কর। সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সাধনের জন্য, কর্ত্তব্য পালনের জন্য, সর্ব্বদার জন্য পরিপূর্ণরূপে নির্ভীক হও। আর জানো যে, ভগবানের মঙ্গলময় নামই সর্ব্বভয়ের মূলোৎপাটন করে। তাঁর নাম অভয়ের খনি। নামই অভয়-স্বরূপ।

নামই পরম আশ্রয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুঃখে পড়, ভগবানের নাম কর। বিপন্ন হও, নামের আশ্রয় লও। একটী নিমেষও মনকে নাম থেকে অন্য দিকে যেতে দিও না। ভগবান্ দুঃখহারী বলেই মাত্র নয়, তাঁর নামে সকল দুঃখ দূর হয়ে যায় বলেই নয়, নামসেবার পরম সুযোগ দিয়েছে তোমার আগন্তুক সাময়িক দুঃখ,—এই কথাটী সর্বদা প্রীতিভরে মনে রাখবে। সুখে দুঃখে সমভাবে নাম ক'রে যাবে।

নামে নিঃসংশয় হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে লাগ্‌বে। নামের সেবক কখনো পাপে লিপ্ত হতে পারে না, নামের সেবক কখনো প্রলোভনে টল্‌তে পারে না, নামের সেবক দুর্বলতার সঙ্গে আপোষ করে না,—এই কথাটীতে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে নাম ক'রো।

বেলা আড়াইটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা চান্দাইসার হইতে চণ্ডীদ্বার রওনা হইলেন। কি আকুলতার সহিত যে গ্রামবাসীরা শ্রীশ্রীবাবাকে বিদায় দিলেন, বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। কাহারও কাহারও মুখ, চখ, আচরণ দেখিয়া সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল যে, প্রাণের প্রিয়তম সুহৃৎকে ছাড়িয়া ইহারা কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন?

মজলিশপুর

পথিপার্শ্বে মজলিশপুর গ্রামটী পড়ে। গ্রামবাসীরা দলে দলে আসিয়া গ্রামের বাহিরের মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে মজলিশপুরের নিত্যধামগত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীস্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজের ওঙ্কার-আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবা স্বল্পকাল অপেক্ষা করিলেন।

মহাপুরুষদের দান

আশ্রম-কুটীরে স্বামী জ্ঞানানন্দজীর বহুবর্ণরঞ্জিত তৈলচিত্র শোভা পাইতেছে। শ্রীশ্রীবাবা সেই তৈলচিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—তোমাদেরই গ্রামে এই মহাপুরুষ তাঁর পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত তোমাদের কাছে প্রদর্শন ক'রে গেছেন। সেই বৈরাগ্য, সেই ত্যাগ, সেই সংযমকে তোমরা নিজ নিজ জীবনে অনুকরণ কর্ত্তে চেষ্টা কর। তোমাদের প্রতি মহাপুরুষদের দান যে কত বিচিত্র এবং সেই দানের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে তোমাদের প্রয়োজন আপ্রাণ তপস্যা, এই কথা সবাই স্মরণ কর।

মহাপুরুষ সম্পর্কে শ্লাঘা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের গ্রামে একজন সত্যিকারের মহাপুরুষ এসেছিলেন, এটা গ্রামের মহাভাগ্যের কথা। কিন্তু তিনি এসেছিলেন এই জন্য যে, তোমরা যেন জনে জনে মহাপুরুষ হ'তে পার। সকলকে মহাপুরুষে পরিণত করাই হচ্ছে মহাপুরুষদের জীবনব্রত। তোমরা তাঁদের সেই আমরণের ধ্যানকে সফল করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসে তোমাদের সকল গ্রাম্যতা, তোমাদের সঙ্কীর্ণতা, তোমাদের ক্ষুদ্রতা পরিহার ক'রো। বিশাল সমুদ্রের মত বিস্তৃত বক্ষপট নিয়ে তোমরাও প্রতি

জনে এগিয়ে যেও জগতের দুঃখশীর্ণ অনাথ নরনারীদের পক্ষপুটে আশ্রয় দেবার মহাব্রত নিয়ে। মহাপুরুষদের নিয়ে কেবল শ্লাঘাই করো না, তাঁদের জীবনকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ধন্য হয়ো।

চণ্ডীদ্বার

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা চণ্ডীদ্বার শ্রীশ্রীগোপাল আশ্রমে পৌছিলেন। চণ্ডীদ্বারের সাধু-বাবা কলি-যুগ-দুর্ল্লভ সত্য-যুগ-সুলভ এক অতীব উন্নত স্তরের মহাপুরুষ। তিনি অভ্যর্থনার যে ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীশ্রীবাবার প্রতি তাঁহার এক অতীব উচ্চ ধারণা। বাংলা ১৩৩৮ এর ১৫ই পৌষ রাত্রি আট ঘটিকায় যাত্রাপুর গ্রামে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে চণ্ডীদ্বারের সাধুবাবার সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারে উভয় মহাত্মার প্রতি উভয়ের গভীর প্রেমের আকর্ষণ সৃষ্ট হয়। যাত্রাপুরে উভয়ের দর্শনের মধ্যে এমন কিছু আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময় হইয়াছিল, যাহাতে সাধুবাবা শ্রীশ্রীবাবাকে অলোকসামান্য, তুলনা-রহিত এবং অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া নিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবার আশ্রম-প্রবেশ মাত্র যে বিনীত প্রণতি দ্বারা সাধুবাবা শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার আনুষঙ্গিক সাত্ত্বিক অঙ্গলক্ষণ সমূহ এক অত্যাশ্চর্য্য চিত্তচমৎকার ব্যাপার। বর্ণনা সম্ভব নহে বলিয়াই বর্ণনে বিরত রহিলাম। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই পুনরপি যুগের প্রয়োজনে নূতন বেশে নূতন ব্রত, নবীন আদর্শ এবং অভিনব কর্ম্মপন্থা লইয়া জীব-পরিত্রাণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, অভিনন্দন-পত্রে পর্য্যন্ত ইঁহারা এবম্বিধ কথা সব লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে দীনতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিজেকে ত্রিলোকোদ্ধারকারী পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেবক-মাত্র-রূপে বর্ণনা করিয়া অভিনন্দনের যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন।

এত হুড়াহুড়ি? তার একমাত্র কারণ, আমরা আজ নিজ নিজ ইষ্টকে ভালবাসি না। ইষ্টে যার প্রীতি, রতি ও ঐকান্তিকী অনুরক্তি এসেছে, জগতের সকলের উপর থেকে তার সকল অপ্রীতি দূরীভূত হ'য়ে যায়।

সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার প্রতিক্রিয়া

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানবে মানবে মিলনের পথে ধর্ম্ম নাকি এক বিরাট অন্তরায়। সত্যই, মানুষের ধর্ম্মসম্পর্কিত ধারণা এবং তজ্জনিত আচরণ আজ এমন এক বীভৎস তাণ্ডবের সৃষ্টি ক'রেছে যে, একদল লোক যখন ধর্ম্মকে পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসন দিয়ে হ'লেও মানবে মানবে ঐক্য এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব কচ্ছেন, তখন শত শত লোক তাঁদের সেই ব্যাকুলতাকে মনে মনে অনুমোদন না ক'রে পাচ্ছেন না। ধর্ম্মের নাম ক'রে মানুষ নীচতার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার, নারকীয় মিথ্যাচারের যে পঙ্কিল পল্বলে এসে অবতরণ করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম্মের উপর থেকে শান্তিকামী মানবদের আস্থা উঠে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

ইষ্টপদে আত্মসমর্পণের ফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্মকে তুলে দিয়ে জগতে শান্তি আসবে না। শান্তি আসবে নিজ নিজ ইষ্টে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণে। যে আত্মসমর্পণ করে, সে আর রিপুর বশীভূত থাকে না। যে রিপুর বশীভূত নয়, জগতে সে কোনো অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান কত্তে পারে না। মানুষকে আজ দেব-স্বভাব কত্তে হবে, মানুষের চরিত্রে আজ দেবতার নির্ম্মল চরিত্রকে পরিস্ফুট কত্তে হবে। মানুষকে ভয়হীন এবং অভয়দাতা হ'তে হবে। তা সম্ভব একমাত্র ইষ্টপদে অকপট আত্ম-সমর্পণের ফলে।

এত হুড়াহুড়ি? তার একমাত্র কারণ, আমরা আজ নিজ নিজ ইষ্টকে ভালবাসি না। ইষ্টে যার প্রীতি, রতি ও ঐকান্তিকী অনুরক্তি এসেছে, জগতের সকলের উপর থেকে তার সকল অপ্রীতি দূরীভূত হ'য়ে যায়।

সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার প্রতিক্রিয়া

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানবে মানবে মিলনের পথে ধর্ম্ম নাকি এক বিরাট অন্তরায়। সত্যই, মানুষের ধর্ম্মসম্পর্কিত ধারণা এবং তজ্জনিত আচরণ আজ এমন এক বীভৎস তাণ্ডবের সৃষ্টি ক'রেছে যে, একদল লোক যখন ধর্ম্মকে পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসন দিয়ে হ'লেও মানবে মানবে ঐক্য এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব কচ্ছেন, তখন শত শত লোক তাঁদের সেই ব্যাকুলতাকে মনে মনে অনুমোদন না ক'রে পাচ্ছেন না। ধর্ম্মের নাম ক'রে মানুষ নীচতার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার, নারকীয় মিথ্যাচারের যে পঙ্কিল পল্বলে এসে অবতরণ করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম্মের উপর থেকে শান্তিকামী মানবদের আস্থা উঠে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

ইষ্টপদে আত্মসমর্পণের ফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্মকে তুলে দিয়ে জগতে শান্তি আসবে না। শান্তি আসবে নিজ নিজ ইষ্টে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণে। যে আত্মসমর্পণ করে, সে আর রিপুর বশীভূত থাকে না। যে রিপুর বশীভূত নয়, জগতে সে কোনো অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান কত্তে পারে না। মানুষকে আজ দেব-স্বভাব কত্তে হবে, মানুষের চরিত্রে আজ দেবতার নির্ম্মল চরিত্রকে পরিস্ফুট কত্তে হবে। মানুষকে ভয়হীন এবং অভয়দাতা হ'তে হবে। তা সম্ভব একমাত্র ইষ্টপদে অকপট আত্ম-সমর্পণের ফলে।

নাম-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই আত্মসমর্পণ আসে, একান্ত ভাবে ভগবন্নামের সেবায় আত্ম-বিনিয়োগে। নামকেই তাঁর সাক্ষাৎ জাগ্রত স্বরূপ জেনে, নামকেই তাঁর স্বরূপের ব্যক্ত প্রকাশ জেনে, নামকেই তাঁর অবিকল অবিচ্ছিন্ন অনুপম প্রতিনিধি জেনে একান্ত চিত্তে নামে নিজেকে সংলগ্ন করারই ফলে বিনা চেষ্টায় বিনা যত্নে আত্ম-সমর্পণ আসে।

চণ্ডীদ্বারের সাত্ত্বিক আবহাওয়া

চণ্ডীদ্বারে চতুর্দ্দিকেই সাত্ত্বিক আবহাওয়া। শ্রোতারা সবাই সাধক পুরুষ ও সাধিকা রমণী। শ্রীশ্রীবাবার প্রত্যেকটী বাক্য যেন প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া অনুঝঙ্কার তুলিতে লাগিল। অন্যান্য স্থানে অপেক্ষমাণ শ্রোতাদিগকে কিছু বলিয়া কহিয়া আটক রাখিবার জন্য অন্যতর বক্তাদের দ্বারাও কিছু বলাইতে হয়। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতিই একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। কথা শুনিয়া তারিফ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইব, শ্রোতাদের মনোভঙ্গী এই প্রকারের নহে। যাঁর কথা শুনিতে আসিয়াছি, তাঁর প্রত্যেকটী কথাকে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিব, প্রত্যেকটী কথাকে পালন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া সঙ্কল্প করিব, জীবন ভরিয়া অনেক লোকের অনেক কথা শুনিয়াছি কিন্তু সিদ্ধতপা ব্রহ্মর্ষির স্বোপলব্ধিলব্ধ অমৃত-বাণী ত' আর কখনও শুনি নাই, আজ যদি তাহাই শুনিবার ভাগ্য হইয়াছে, তবে আর এক কাণ দিয়া প্রবেশ করা কথাকে অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে দিব না, বক্তার শ্রম এবং উদ্যোক্তাদের আয়োজন সবই যাহাতে ব্যর্থ হইয়া না যায়, তাহাই করিতে হইবে,—ইহাই হইল আজিকার শ্রোতাদের মনোভঙ্গী। চণ্ডীদ্বারের

সাধুবাবা সকল স্থান হইতে স্বীয় ভক্তবৃন্দকে এই উপলক্ষে এইখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার মত এক উচ্চকোটির মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ, উপদেশ ও প্রেরণা পাইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া জীবন-গঠন এবং ভজন-সাধন করিয়া আসিতেছেন, এমন সকল ব্যক্তিরা আজ শ্রোতা। ইঁহাদের মধ্যে এমনও নরনারী আছেন, যাঁহারা যৌবনে চণ্ডীদ্বারের সাধুবাবার ধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিয়া দাম্পত্য সংযমের সাধনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরভজন করিতেছেন এবং আজ পরিণত প্রৌঢ় অবস্থা পর্য্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়াও সংসারের সমস্ত কার্য্য অবিচল নিষ্ঠায় পালন করিয়া যাইতেছেন। এমন শ্রোতৃমণ্ডলীর ভাবাবেগবিহ্বল গম্ভীর সমাবেশের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা শুনাইতেছেন নাম-মাহাত্ম্য। যেন পুরাকালের নৈমিষারণ্য-সমাগত সহস্র সহস্র সিদ্ধতপা মহাত্মা তাপসোত্তম কোনও মহামানবের নিকটে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে তত্ত্বের রসে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। একটী নিঃশ্বাসের শব্দও শ্রুত হইতেছিল না। সকলেই প্রেমরসে মগ্ন হইয়া নাম-মাহাত্ম্যের মঙ্গল-মধু সেবন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবার অমৃত-ময় ভাষণে শ্রীশ্রীগোপাল আশ্রমের পুণ্য প্রাঙ্গণে কেবলই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—হরের্ণাম, হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম।

চণ্ডীদ্বারের সাধুবাবার স্বর্গীয় শিশুভাব

বক্তৃতা পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল হইল।

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবা যখন নিভৃত কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন চণ্ডীদ্বারের সাধুবাবা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে ধরিয়া পড়িলেন যে, যে ভাবেই হউক, পূজনীয়া সাধনা দেবীকে বাদের হইতে চণ্ডীদ্বার আসিবার অনুমতি

দিতেই হইবে। ব্রহ্মচারিণীজী বাদৈর গ্রামে শ্রমপূর্ণ কর্ম্ম-তালিকা নিয়া গিয়াছেন, পুনরায় চণ্ডীদ্বার আসিয়া শ্রম করিতে হইলে স্বাস্থ্যের উপরে বিশেষ চাপ পড়িবে। কিন্তু মহাপুরুষের আগ্রহের কাছে হার মানিতে হইল।

পরদিন, ৭ই ফাল্গুন, খুব ভোরে শ্রীশ্রীবাবার পাল্কীখানা চলিয়া গেল। বেলা এগার ঘটিকার সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বাদৈর হইতে চণ্ডীদ্বারে পৌছিলেন। মজলিশপুরে ওঙ্কার-আশ্রমে তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য আটক করা হইয়াছিল। ফলে তাঁহার আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, শত-শতাব্দী-সঞ্চিত কি যে ভক্তিভাব ভারতের প্রত্যেক পল্লীতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে। আর চণ্ডী-দ্বারের সাধুবাবার ভক্তগণ পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে যে-ভাবে সুমধুর-কীর্ত্তন-মুখরিত উচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনা প্রদান করিলেন, তাহাও একটা দেখিবার জিনিষ। সাধুবাবা স্বয়ং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীর পাদমূলে পতিত হইয়া উচ্চরবে—"মা" "মা"—ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই শিশুবৎ প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ যেন ভাব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে উথলিয়া উঠিলেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী যতই সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে যান,—"আমি একটা নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু, আপনারা আমাকে কেন এসব কচ্ছেন,—" ভক্তগণের উৎসাহ ততই যেন বাড়িতে থাকে।

ভগবানের কোলের শিশু

শ্রীশ্রীবাবা যখন বিষ্ণাউড়ীতে বক্তৃতা দিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীও তাঁহার চণ্ডীদ্বারের বক্তৃতা সুরু করিলেন। বক্তৃতা প্রায় দুই ঘণ্টা হইল।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নিজেকে ভগবানের কোলের অবোধ শিশু ব'লে জ্ঞান করাই হচ্ছে সরলতা এবং অকপটতা লাভের উপায়। প্রকৃত ভক্তদের জীবনের এইটী হচ্ছে একটী অত্যাশ্চর্য্য পরিস্ফুট লক্ষণ। নর-নারীর অন্তরের সকল মালিন্য এই ভাবেই বিদূরিত হয়। অতীতের মহাপুরুষদের এবং বর্ত্তমান যুগের মহাত্মাদের জীবন থেকে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ ক'রে নিজ নিজ জীবনে তাকে রূপায়িত করার চেষ্টাতেই জীবনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত। নিজেকে যে এরূপ ভাবে নিয়োজিত রাখে, তাকে কোনও কলুষ-কালিমায় স্পর্শমাত্রও কত্তে পারে না।

অতঃপর নারীজাতির মঙ্গলমূলক আরও বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়া পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন।

বিষ্ণাউড়ী

বিষ্ণাউড়ীর সভাস্থল পূর্ব্বেই লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবার পাল্কী বাদের পাঠাইতে হওয়ায় উহার ফিরিয়া আসার বিলম্ব এবং বাহকদের বিশ্রাম করিবার প্রয়োজন হেতু শ্রীশ্রীবাবা কল্পনানুযায়ী সময়ে চণ্ডীদ্বার ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। বিষ্ণাউড়ী পৌছিতে পৌছিতেই বক্তৃতার নির্দ্ধারিত সময় হইয়া গেল। তাই শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত মহানন্দ সরকারের বাড়ী পৌছার পরে আর বস্ত্র-পরিবর্ত্তন না করিয়াই সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও বিরাট জন-সমাবেশ হইল এবং অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া দুইখানা অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল।

ধর্ম্মসাধন ও সমাজ-সংগঠনের যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দুইজন গুরুভ্রাতা কিছু বলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার

অমৃত-ভাষণ আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সোয়া দুই ঘণ্টা-কাল বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কি গৃহী, কি প্রব্রজিত, সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের করণীয় উদ্‌যাপন কত্তে হবে। সমাজের একটী প্রাণীও যাতে আমাদের কারো সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য আমাদের সকলের উন্মুক্ত থাকতে হবে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ কিন্তু ধর্ম্ম-সাধন আমাদিগকে দীর্ঘকাল সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন রেখেছে। আজ ধর্ম্মের সাধনা ও সমাজের সংগঠন এক তালে সমযত্নে চালাতে হবে। সাধনা-বর্জ্জিত সমাজ-সংগঠক লবণ-বর্জ্জিত ব্যঞ্জন রন্ধন কর্ব্বে, সমাজ-সংগঠনে দৃষ্টি-বর্জ্জিত ধর্ম্ম-সাধক পৃথিবীর নিত্য-নব-সৃজ্যমান অবস্থা-সঙ্কটের মাঝে আস্তে আস্তে লোকলোচনের অন্তরালে যাবে, তার পতাকা ধারণ করার জন্য লোক, বা প্রতিনিধি রেখে যেতেও অক্ষম হবে। নিষ্ঠুর পৃথিবীর দুর্ব্বার প্রতিযোগিতায় পার্থিব হিসাবে মাত্র তারাই বেঁচে থাকে, যারা সংগঠন-প্রিয়, সঙ্ঘানুগত, বহুজনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্। আর যারা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত সিদ্ধি বা ঋদ্ধি নিয়ে থাকে, তারা ক্রমশঃ সংখ্যায় ক্ষীয়মাণ, সংস্থায় অপচীয়মান এবং সংগ্রামে পলায়মান হ'তে থাকে। যে ধর্ম্ম জাতিকে বল দেয় না, বীর্য্য দেয় না, তেজ দেয় না, সেই ধর্ম্ম কি জাতিকে ধারণ করে না রক্ষা করে? ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্ম্মে রত হ'লে এদেশের সাধু-সজ্জনগণ নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে তাকে শাস্ত্রবচন উদ্ধার ক'রে নরকস্থ করেন। অথচ কেউ একবার ভেবে দেখেন না যে, কর্ম্মহীন, শ্রমকুণ্ঠ কোটি কোটি দার্শনিকের ভার মাতা বসুন্ধরা কতকাল অকাতরে সহ্য কত্তে পারেন? এই কর্ম্ম-

কুণ্ঠের দল যাতে দ্রুত পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়, তারই জন্য বিধাতা অসুরের দল সৃষ্টি করেন এবং শ্রমকুণ্ঠার স্বাভাবিক পরিণতিতে জগৎ দৈত্যপদভরে টলটলায়মান হয়। অতএব আজ ধর্ম্মের সাথে কর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান কত্তে হবে, সাধনের সঙ্গে সংগঠনকে এনে যুক্ত কত্তে হবে, সুগভীর আত্মানুভূতির সাথে ব্যাপক-প্রচারকে সম্মিলিত কত্তে হবে।

পর দিন, ৮ ফাল্গুন, শুক্রবার প্রাতে নয় ঘটিকায় বিঞ্চাউড়ীতে সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হইল। আজিকার উপাসনায় পর্ব্বত-সুলভ বনফুল একটী আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। উপাসনায় সোয়া দুই ঘণ্টা লাগিল।

উপাসনার পরে শ্রীশ্রীবাবা বসিয়া সকলকে স্তোত্রের বিশুদ্ধ সুর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হোম্‌নাতেও শ্রীশ্রীবাবা বিগত ২রা মাঘ তারিখে উপাসনার পরে নিজে বসিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ সুর শিক্ষা দিয়াছিলেন। সারাদিন এত পরিশ্রমের পরেও শ্রীশ্রীবাবা নিজে যে পুনরায় আমাদিগকে সুর শিক্ষা দিতেছেন, তাহা দেখিয়া ধৈর্য্য এবং কর্ম্মক্ষমতায় অবাক্ হইতে হয়।

ভক্তের লক্ষণ

অতঃপর দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। দশজন মহিলা এবং পনের জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—দীক্ষাপ্রাপ্ত নাম প্রকৃত ভক্তের নিকট তার প্রাণ-সর্ব্বস্ব ধন, তার পরমপ্রিয়তম বস্তু। এর মত প্রিয়বস্তু জগতে কুত্রাপি আর তার জন্য নেই। নামের সেবাকেই সে জীবনের পরম ব্রত ব'লে জানে। তোমরাও প্রত্যেকে ভক্ত হও। প্রকৃত ভক্ত হ'য়ে জগতের সহস্র সহস্র অভক্তের উদ্ধারের পথ কর।

ভক্তিই পরম পুরুষার্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানে তোমার ভক্তিই যদি এসে যায়, তবে আর তোমার কিছু আসারই বাকী রইল না। জগতে সে-ই মহাভাগ্যবান্ পুরুষ, ভক্তিধনে যে ধনী। সমগ্র পৃথিবীর সকল সম্পদ ধুলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাক্, সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও করো না। ভগবানে ভক্তির আস্বাদন যদি পাও, তবে তাতেই তোমার সব হ'ল মনে করবে।

ভক্তি-পথের কণ্টক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অহঙ্কার ভক্তি-পথের কণ্টক। প্রাণপণে অহঙ্কারকে দমন ক'রে চল্‌বে। মন যখনি বাহিক ভক্তি-ভাবের দ্বারা লোকমান সংগ্রহের জন্য ব্যগ্র হবে, তখনি বুঝবে যে তোমার মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরেছে। ভক্তির ভাণ ক'রে লোকসম্মান সংগ্রহের চেষ্টার মতন পাপ আর কিছু নেই। তাই এই ব্যাপারে সর্ব্বদা সতর্ক থাকবে। ভগবান্‌কে ভালবেসে আত্মপ্রশংসার ভাব যার আসে, সে নিজের হাতে ধ'রে ভক্তি-লতিকাকে উৎপাটিত করে। আত্মপ্রসাদ ভালবাসার এক প্রত্যক্ষ সুফল, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেই আত্মপ্রসাদ তোমার মনের গণ্ডী কাটিয়ে আবার লোকব্যবহারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা কিন্তু আত্মপ্রসাদ নয়, তা হচ্ছে আত্মপ্রসাদের নাম ক'রে কুটিল অহমিকার বিজৃম্ভন। সর্ব্বদা আকুল প্রাণে ভগবান্‌কে ডেকে বল্‌বে, হে প্রভু, তোমার প্রেমরসে আমাকে ডুবুডুবু কর, কিন্তু আমার অহমিকা যেন কোনও ভান ক'রেই না মাথা তুলতে পারে। আমার সকল অহমিকা তুমি নিয়ে নাও।

রাজমঙ্গলপুর

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা মণিঅদ্ধ রওনা হইলেন। রাজমঙ্গলপুরের শ্রীযুক্ত-

অশ্বিনীকুমার রায়ের একান্ত নির্ব্বন্ধ দেখিয়া পাল্কী কিছু ঘুরাইয়া নেওয়া হইল। রাজমঙ্গলপুরে শ্রীশ্রীবাবা বাতাসা লুঠ দিলেন।

একনিষ্ঠার মহিমা

এই স্থানে অবস্থান করার কালে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—হাজার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রবৃত্তি কমাও। একটী দিকে লক্ষ্য দাও। একটী মাত্র আরাধ্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য জীবন পণ কর। এক পাঠা দুই দেবতার কাছে বলি হয় না। এক নারীর দুই স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয় না। এক দেশে দুই রাজা হয় না। সর্ব্বত্রই একের মহিমা। জপের শত্রু বহু মন্ত্র, ভজনের শত্রু বহু গুরু, সাধনের শত্রু বহু পন্থা। জীবনের উপর থেকে বহুর অধিকারকে সবলে দূর কর। একেকে নিয়ে মজ, একেকে নিয়ে ডোব, একেকে নিয়ে আনন্দ সাগরে ভাস। একেরই মহিমা গান কর, একেরই চরণে প্রণত হও, একেরই স্নেহ কামনা কর মনকে বহুমুখিতা ত্যাগে বাধ্য কর, তাকে একমুখ কর, একনিষ্ঠ কর।

মণিঅন্ধ

সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা মণিঅন্ধ শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দেবনাথের বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন।

৯ই ফাল্গুন, শনিবার, প্রাতঃকাল ৬টা হইতে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন। প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শিবপুরের মাখনদা এবং অপর এক ভ্রাতা সকলকে উপাসনার স্তোত্রাদির সুর শিক্ষা দিলেন। আগরতলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তালসহর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভ্রাতারা সুর শিক্ষার জন্য উৎসাহ সহকারে মণিঅন্ধ আসিয়াছিলেন।

১০ই ফাল্গুন প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবার পরিচালনে মণিঅঙ্কের সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হইল। আজও সর্ব্বজনীন উপাসনারই একটী দিন। উপাসনা চমৎকার জমিল।

সর্ব্বত্রই ওঙ্কারেরই উপাসনা হইতেছে

অদ্যকার সমবেত উপাসনাতে নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির কোনও কোনও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আগমন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট একটী ধর্ম্মমতাশ্রয়ী ব্যক্তিরা ওঙ্কার-বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন না বা যেই সময়ে উপাসনা হইতেছিল সেই সময়ে অন্যান্য লোকের প্রণামকালে মস্তক নত করিলেন না।

এক জন এই সংবাদটী শ্রীশ্রীবাবার নিকটে বলিয়া মনের ব্যথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তাঁরা যে তোমাদের উপাসনা-কালে হট্টগোল করেন নাই, কিম্বা তর্কবিতর্ক ক'রে অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করেন নাই, এর জন্যও ত তোমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পার! তোমার আপন গুরুভাই গুরুবোন্ কত স্থানে উপাসনার সময়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কয়, এঁরা তার চেয়ে ত ভদ্র ছিলেন। যাঁরা তোমাদের উপাসনার সময়ে ওঙ্কার-বিগ্রহকে প্রণাম করেন নি, তাঁরা নিজ গৃহে গিয়ে বা নিজ সম্প্রদায় নিয়ে উপাসনা করার কালে কোনও কিছু বিগ্রহকে ত নিশ্চয়ই প্রণাম করেন। তাতেই তোমার ওঙ্কার-বিগ্রহকে প্রণাম করা হয়ে যায়। সকল বিগ্রহেই ওঙ্কার ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। তাঁরা যে নিজ গৃহে ব'সে নিজ নিজ ইষ্টনাম জপ করেন, তাতেই ওঙ্কার জপ হয়ে যায়। সকল নামেই ওঙ্কার ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। যে যেভাবে যেখানেই ভগবানের উপাসনা করুন না, 'তিনি সেখানে সেভাবে তোমারই ইষ্টনাম

জপে যাচ্ছেন। কেউ হয়ত তা জানেন, কেউ হয়ত তা জানেন না পার্থক্য মাত্র এইখানে। নিখিল বিশ্বে একমাত্র ওঙ্কারেরই ভজনা হচ্ছে তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছ না বলে বৃথা আফশোষ কচ্ছ।

ভিন্নপন্থীর মধ্যেও সহযোগ সম্ভব।

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন বসিল। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় শ্রীশ্রীবাবা অসাম্প্রদায়িকতার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বন্ধু হে, তোমার আমার সাধন-পন্থা ভিন্ন। তাই ব'লে আমাকে তোমার এবং তোমাকে আমার বিদ্বেষ করার কোনও প্রয়োজন দেখি না। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার যেন ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়, আমি ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমারও যেন ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। যে যে-পথের অনুবর্ত্তন ক'রে পারে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা অর্জ্জন করুক। ভিন্ন ভিন্ন মতে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে থেকেও এভাবে আমরা হিতৈষণার ভিতর দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা কত্তে পারি।

ইষ্টনিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি আমার পথে নিষ্ঠাশীল, আর এই কারণেই তোমার পথের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ,—এটা একটা অতি নিদারুণ সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতি। অন্যের মতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার যার অবসর মিলে, সে নিশ্চয়ই সেই অবসরকালটুকু নিজের ইষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এটা তার ক্ষতি। এটা তার হানি। এটা তার দুর্ব্বলতার প্রমাণ ও উৎস। ইষ্টসাধনায় নিমগ্ন হয়ে জীবন কর ধন্য। তোমার মতটাই শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে যারা তোমার পথেই চল্‌তে পারেনি, তাদের

পাপপুণ্যের বিচার ও ওজন কত্তে গিয়ে নিজের সময়, সুযোগ ও সামর্থ্যকে অপচয়িত করো না। যার যার পথে তাকে থাকতে দাও, কেবল দেখে যাও যে তুমি ক্ষণকালের জন্যও নিজের পথ ছাড় নি। ইষ্টনিষ্ঠা নিখিল কুশলের আকর।

নারী ও সমাজ

শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ হইবার পর পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী সোয়া ঘণ্টা কাল নারীজাতির মঙ্গলমূলক একটী বক্তৃতা দিয়া শ্রোতাদের তৃপ্তি-বিধান করিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—সমগ্র সমাজকে অসত্যের, অধর্ম্মের ও অন্যায়ের প্রভাব থেকে রক্ষা কত্তে হ'লে আগে নারীকে হ'তে হবে সত্যময়ী, ধর্ম্মশীলা ও ন্যায়বতী। নারীই সমাজের জনয়িত্রী এবং ধাত্রী। এই নারী-সমাজের বর্ত্তমান দুর্গতি বিদূরণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বদ্ধ-পরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যকে হেলা করা উচিত নয়।

সহস্র লোকের জন্য খেচরান্ন প্রসাদ প্রস্তুত ছিল। কার্য্যের সুচারুতার জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত দিগম্বর দেবনাথ গৃহে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উৎসব সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন হইল।

১১ই ফাল্গুন প্রাতে মণিঅঙ্ক নিবাসী কতিপয় দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল। প্রাতঃ আট ঘটিকা হইতে বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন।

বিনাউটি

বেলা তিন ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা বিনাউটী রওনা হইলেন। বিনাউটীর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ঘোষ, হরিমোহন ঘোষ, জ্ঞানব্রত ঘোষ এবং

যজ্ঞেশ্বর দাস প্রমুখ উদ্যোগী মহোদয়গণের যত্ন ও শৃঙ্খলাজ্ঞানের পরিচয় আমরা প্রত্যেকটী বন্দোবস্তের মধ্যে পাইলাম। শোভাযাত্রা ও সম্বর্দ্ধনা হইল ব্যাণ্ড বাজাইয়া। ব্যাপারটা একটু রাজসিক হইল। "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন হইলে ব্যাপারটা সাত্ত্বিক হইত। গ্রামের অতি নিকটে গিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন সুরু হইল।

শ্রীশ্রীবাবার পাল্কীই পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে আনয়ন করিবার জন্য পুনরায় গেল। তাঁহার বিনাউটি আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে রাত্রি হইল।

অকপট বিনয়

১২ ফাল্গুন, সূর্য্যোদয় হইতে বেলা দুই ঘটিকা এবং অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন। বিরাম-পুর, সুলতানপুর, তস্তর, দরথার, আগরতলা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীশ্রীবাবার সহিত সদালোচনার জন্য কয়েকজন ধার্ম্মিক ও সাধু ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদের সহিত নানা ধর্ম্মালোচন করিলেন।

প্রথমতঃ বিনয় সম্পর্কে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিনয়ের তুল্য গুণ নেই এবং প্রকৃত বিনয় শুধু চরিত্রেরই ভূষণ নয়, সাধন-ভজনেরও পরম সহায়। অন্তরভরা যার বিনয়, ভগবান তার হৃদয়-আসনটীতে নিজের গরজে এসে বস্‌তে চান। সত্যিকারের বিনয় কত বড় এক দুর্ল্লভ সদ্‌গুণ। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির বিনয়ই ত' শুধু লোকের চখে বিনীত থাকার চেষ্টা, অন্তরের বিনয় অতি অল্প লোকেরই আছে। অন্তরের বিনয় লাভ কত্তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে একান্ত ভাবে ঈশ্বরানুগত হ'তে হয়। যে ঈশ্বরানুগত, তার বাহ্য বিনয় অন্তরের প্রকৃত বিনয়েরই প্রতিধ্বনি রূপে

প্রকাশিত হয়, তাতে কপটতা থাকে না। যাঁর অকপট বিনয় আছে, জান্‌তে হবে, বিনয়ই তাঁর একমাত্র সদ্‌গুণ নয়, তার বুকের ভিতরে আরো শত শত লোভনীয় সদ্‌গুণ বিকশিত ও অবিকশিত অবস্থায় সুনিশ্চিত লুক্কায়িত আছে।

চিনি খাওয়া ও চিনি হওয়া

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জ্ঞানীরা বলেন, ভক্তেরা অন্ধ এবং ভ্রান্ত; ভক্তেরা বলেন, জ্ঞানীরা বৃথা-বিচরণকারী এবং অহমিকার বিকারগ্রস্ত। এসব অভিযোগ-প্রত্যভিযোগও ভ্রান্তি এবং অজ্ঞানতারই ফল। চিনি হ'তে ভালবাসি না, চিনি খেতে ভালবাসি,—এসব কথাও শুধুই কথার কথা। যে ভগবৎ-প্রেম-রস-সুধা আস্বাদন করে, সে নিজে সেই সুধাতে পরিণত হ'য়ে যায়, আস্বাদনের প্রগাঢ় অবস্থায় আস্বাদিত বস্তু আর আস্বাদয়িতা ব্যক্তির পার্থক্য থাকে না। যে নিজে সুধা-স্বরূপ হ'য়ে যায়, তার ভিতরে নিজেকে নিজে প্রতি অঙ্গে প্রতি অণুপরমাণুতে আস্বাদন করারও এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি জ'ন্মে যায়। ফলে হওয়া আর খাওয়া একই কথায় গিয়ে দাঁড়ায়। অর্দ্ধপথের পথিকেরা চরম অনুভূতির খবর রাখে না, তাই জ্ঞানী করে ভক্তকে গর্হণ, ভক্ত করে জ্ঞানীকে বিদ্বেষ। সবই অজ্ঞানতার ফল।

মৃত্যুভয়ের কারণ

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জন্মে জন্মে আমরা ম'রে এসেছি, জন্মে জন্মে আমরা প্রিয়বস্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর কবলে গিয়ে পড়্‌তে বাধ্য হয়েছি, জন্মে জন্মে মৃত্যুকালীন দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশ সহ্য করেছি। অবচেতন মনে সেই মৃত্যুকালীন

ক্লেশের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই জন্যই আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। মৃত্যুভয়ের অপর কারণ এই যে, মৃত্যুর পরে যে আমাদের কি হবে, তা জানি না। অজানা জায়গায় যেতে সকলেরই মনে আশঙ্কা ও আতঙ্ক থাকে।

মৃত্যুভয় বিদূরণের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভগবানকে ভালবাসলে মৃত্যুভয় আপনি পালিয়ে যায়। তিনি যে অমৃত-স্বরূপ! তাঁর চরণ-পদ্মের পাশে এসে দাঁড়ালে জীবনের সুখ এবং মৃত্যুর দুঃখ উভয়ই নিজ নিজ পার্থক্য হারিয়ে ফেলে। এজন্য প্রাণ ভ'রে তাঁকে ভালবাসার সাধনাই আমাদের হবে একমাত্র উপজীব্য।

মৃত্যু শুধু নহে মৃত্যু

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিলেন,—

মরণেরে করি' ভয় মৃত্যুর করাল গ্রাস হ'তে
প্রাণপণে ছোটে জীব কিন্তু হায়, নিশ্চিত মরিতে।
যতই সে নাহি চাহে, ততই তাহারে করে গ্রাস,
ভয়ঙ্কর সে দানব—মৃত্যু—সদা উৎপাদিছে ত্রাস,—
চলিতে চলিতে হায় থেমে যায় স্বভাবের গতি
আপনি গড়ায়ে পড়ে অন্তহীন কর্ম্মজ দুর্গতি।
তার মধ্য থেকে ওঠে চীৎকারিয়া আত্মা-মন-প্রাণ,—
"কোথায় অমৃত তুমি নবশক্তি করহ প্রদান।
পড়িতে পড়িতে আমি উঠিয়া দাঁড়াব পুনরায়
বিশ্বেরে জারণ করি' বাঁচাইব মৃত্যুগত কায়।

জাগাইব সত্যবানে সাবিত্রীর তপস্যার বলে,
জাগাইব লক্ষ্মণেরে বিশল্যকরণী লতা ড'লে।
মৃত্যু শুধু নহে মৃত্যু, এযে নব-জীবন-আহ্বান,—
করিয়া প্রত্যয় ইহা নিজ কর্ম্মে হব আগুয়ান্।
মেঘচ্ছায়া-ঢাকা ঐ অনাদৃত অন্ধকার কোণে
জ্বলিবে জীবন-রশ্মি উজ্জ্বল সূর্য্যের শতগুণে।
মৃত্যু শুধু নহে মৃত্যু, অমৃতের এযে পক্ষপুট,
অনন্ত সুধার মাঝে বিষনাশী বিষের সম্পুট।

দাম্পত্য মিলন-কালীন মনোভাব ও শাস্ত্র-নির্দ্দেশ

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দাম্পত্য জীবনে দৈহিক মিলন কোনও শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ নাই। কিন্তু তৎকালে পতি-পত্নীর মনোভাব কি প্রকার থাকা উচিত, সেই বিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ কি কিছু আছে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নির্দ্দেশও আছে, ইঙ্গিতও আছে। এই সকল নিগূঢ় ব্যাপারে তন্ত্রসাধনা ত একেবারে গুরুমুখী। গুরুমুখী সাধন-পদ্ধতির মধ্যে পাত্রে পাত্রে উপদেশের পার্থক্য হয়। কিন্তু একটা জান্তব ক্রিয়াকে কতটা দৈব-ভাবান্বিত করা যায়, সেই বিষয়ে শাস্ত্রকারদেরও প্রচুর লক্ষ্য ছিল, গুরুদেবদেরও ছিল। বিশদভাবে আলাদা আলাদা ক'রে আলোচনার স্থান-কাল এটা নয়। তবে সংক্ষেপে দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মনে কর, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই তাঁদের দৈহিক ঘনিষ্ঠতার সময়ে এক-জন বীর্য্যবান্ রূপবান্ জ্ঞানবান্ দিব্যদর্শী যোগীশ্বর ও লোকপাবন মহা-পুরুষকে সন্তানরূপে পাবার জন্য অবিরাম অনুধ্যান চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে জান্তব ক্রিয়ার পশুভাব কমে গেল। কর্ম্ম রইল কিন্তু তার পশ্চাদ্-

বর্ত্তী প্রেরণার পরিবর্ত্তন হ'ল। ভগবান ভাবগ্রাহী, তিনি ভাব অনুযায়ী প্রসন্ন হলেন। মনে কর, স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই নিজেদিগকে বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা ব'লে অভিমান অন্তরে পোষণ কত্তে লাগ্‌লেন। এর ফলে বিশ্বের অপর সকল কিছুর প্রতি তাঁদের আসক্তির ভাব কমে গেল এবং সর্ব্বজীবের প্রতি সন্তানভাব এসে গেল। অর্থাৎ নিছক কাম একটা উন্নততর পর্য্যায়ে এসে দাঁড়াল। কোনো কোনো পুরাণে হর-পার্ব্বতীর রমণ-লীলার সবিস্তার বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার কতকটা যেমন পুরাণের মধ্যে এই সকল অংশের রচয়িতার মনোভাবের দর্পণ, তেমন আবার রমণ-কালীন বিশ্বমাতা বা বিশ্বপিতা ভাবের অনুশীলন যে কামাচারকে কামোন্ম-ত্ততার পর্য্যায় থেকে একটু উর্দ্ধে নিয়ে স্থাপন করে, তারও ইঙ্গিত-সূচক। শাস্ত্রীয় উপদেশ ব্রহ্মচর্য্যকেই শ্রেষ্ঠতা দিয়েছে। শাস্ত্রীয় কাহিনী দাম্পত্য জীবনে সদ্‌ভাবে বাস করে সুসন্তান উৎপাদনকে শ্রেষ্ঠতর স্থান দিয়েছে। আবার শাস্ত্রীয় নানা কিম্বদন্তীতে সকামা-নারীমাত্রেরই ঋতুরক্ষাকে অত্যধিক পরিমাণে বল্‌গাহীন প্রশ্রয় দিয়েছে। শাস্ত্রে এই ত্রিবিধ ব্যাপারই লক্ষ্য করা যায়। ভারতের শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভারতকে ছোট চক্ষে দেখার যাদের প্রয়োজন, শেষোক্ত ব্যাপারগুলির তারা যথেষ্ট সুযোগও নিয়েছে। তথাপি, দাম্পত্য আচরণের মধ্যেও ঈশ্বর-স্মরণই যে বদ্ধমূল শাস্ত্রীয় অনুশাসন, তার প্রমাণ ভারতীয় গৃহস্থের ব্যক্তিগত জীবনের অনুশীলনের মধ্যে আজও সগৌরবে বেঁচে আছে।

বিবাহের রোমান্স

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—দাম্পত্য মিলন-কালেও যদি স্বামী এবং স্ত্রী ঈশ্বরেরই নাম জপেন, ঈশ্বরানুসন্ধানই করেন, তা হ'লে কি বিবাহের রোমান্‌স্ নষ্ট হয়ে যায় না?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—রোমান্‌স্ কাকে বলে? স্বামী তার স্ত্রীর রূপের দিকে তাকিয়ে রইল আর তার ঐ সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র মুখকমলের মধ্যে যেন সপ্তসমুদ্রব্যাপী পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্বন দেখ্‌তে লাগ্‌ল, যত দেখে ততই মুগ্ধ হয়, যত ডোবে, ততই গভীর মনে হয়, সীমা পায় না, নাগাল পায় না, এর নামই ত' রোমান্‌স্! স্বামীর দেহটার ভিতরে থেকে কে করে স্ত্রীকে সুখদান, স্ত্রীর দেহটার ভিতরে থেকে কে করে স্বামীকে আকর্ষিত ও আমোদিত, তাকে খুঁজে বের করা কি জীবনের কম রোমান্‌স্ হে? সুখ পেয়েছ, সুখদাতাকে দেখ্‌লে না; সুখ দিয়েছ, সুখপাত্রকে জান্‌লে না,—সে অবস্থায় সুখের আদান-প্রদান যে নিতান্ত যান্ত্রিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত হ'ল। জীবনের রোমান্‌স্ তাতেই যে নষ্ট হয়ে গেল!

ঈশ্বরসাধন ও সমাজ-সেবা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ঈশ্বরসাধন ও সমাজ-সেবা এই দুইটী কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকেই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে জেনে ও মেনে সেই আত্মসমর্পণের চেষ্টাকে স্বার্থপরতাদুষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি সাধকের কোনও না কোনও প্রকার সমাজ-সেবা করা সঙ্গত। তাতে ক্রমশঃ ভগবানের সৃষ্ট জগতের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি অবধারণের সুযোগ সুবিধা জন্মে এবং জীবে প্রেমকে আশ্রয় ক'রে ভগবৎ-প্রেম বাড়তে থাকে। যেখানে সমাজ-সেবার মধ্য দিয়ে কেবল হৈচৈ করার প্রবৃত্তিই বেড়ে যায়, সেখানে সমাজ-সেবার কার্য্য-তালিকাকে রাজসিকতা থেকে রিক্ত ক'রে যতটা সম্ভব অনাড়ম্বর করা আবশ্যক। যে সকল সমাজ-সেবামূলক কাজ কত্তে গিয়ে অনাবশ্যক কলহে, নিরর্থক

দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে ও মাত্রাহীন তর্কবিতর্কে গিয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়, তার অনুশীলন অনেক সময়ে সাধকের চিত্তের স্বাভাবিক স্থৈর্য্যকে নাশ করে এবং ঈশ্বরসাধনের রুচি কমিয়ে দেয়। ধর্ম্মীয় দলাদলি অনেক সময়ে সাধকদের সাধনানুরাগ নষ্ট করে দিয়ে মিথ্যাতে অনুরাগী ও জিগীষায় অন্ধ ক'রে দেয়। তাই সমাজ-সেবার কর্ম্মতালিকা তৈরী করার কালে যতটা সম্ভব নির্বিরোধ মানবসেবার দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ কত্তে হবে। সাধারণতঃ এই কথাটাতে সত্য বলে মেনে নিতে হবে যে বিরোধের রাস্তা সাধকদের হিতকর রাস্তা নয়। সাধনকালে নিজ মত ও পথে অটল থেকে সমাজ সেবাকালে সকলের সঙ্গে নির্বিরোধ হতে হবে। তাতেই সমাজের বেশী সেবা করা যায়, সেই সেবা স্থায়ীও হয়।

চারিটা বাজিয়া গেল, শ্রীশ্রীবাবাও মৌনী হইলেন।

প্রাতে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে আটটা পর্য্যন্ত সমাগত যুবকদিগকে সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষা প্রদান করা হইল। কার্য্যটী কাঁশারিখোলার ভ্রাতা কাত্তিক চন্দ্র মজুমদার এবং অপর এক ভ্রাতা করিলেন।

১৩ই ফাল্গুন বুধবার প্রাতে আট ঘটিকায় সমবেত উপাসনা হইল। আজও সর্ব্বজনীন উপাসনা,—সর্ব্বত্র সকলে এই একই সময়ে নিজ নিজ স্থানে উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। বিনাউটীর উপাসনা বেশ জমিল।

অগ্রসর হও

উপাসনা শেষ হইবার পরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। আটজন মহিলা এবং বারো জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—এতকাল জীবন ছিল আশ্রয়-হীন, অবলম্বনহীন, উদ্দেশ্যহীন। আজ জীবনের পরম শরণকে লাভ

করে। আজ আশ্রয় পেলে, অবলম্বন পেলে। জীবনের প্রকৃত পথকে আজ বেছে নিলে, জীবনের সত্য উদ্দেশ্যকে আজ জান্‌লে। এখন চাই একাগ্র, উদগ্র, নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা। এখন আর জীবনকে হেলায় খেলায় কাটিয়ে দেবার মত তুচ্ছ জিনিষ ব'লে জ্ঞান ক'রো না। পথ যে পায় নি, সে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকুক। কিন্তু পথ যে পেয়েছে, তার আর অধিকার নাই একটী দিনও ব'সে থাকার, তাকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কেবল এগিয়েই যেতে হবে।

নিবারণ চন্দ্র ঘোষ

অপরাহ্নে সভা হইবে। কুমিল্লার প্রসিদ্ধ জন-নায়ক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ঘোষের ইহা স্বগ্রাম। সংবাদ পাইয়া তিনি কুমিল্লা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর ধারণা এই যে, তপস্যা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতাশক্তি, অক্লান্ত কর্ম্মশীলতা, দূরদৃষ্টি, একনিষ্ঠা এবং সৎসাহসের একাধারে সমন্বয় বর্ত্তমান যুগে একমাত্র অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা হেতু তিনি সকল অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কুমিল্লাতে গুরুতর কার্য্যসমূহ হেলায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

নিঃস্তব্ধতার বাণী

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় সভারম্ভ হইল। লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। যেরূপ লোক-সমাগম হইবে বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিলেন জনসংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। জনগণের জন্য রচিত আসন কবেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দলে দলে শ্রোতৃবৃন্দ তৃণের উপরে ও অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে বসিয়া গিয়াছেন। বিপুল জনতার বিশাল মূর্ত্তি দর্শনে সকলের মনে একটা গম্ভীরতার সৃষ্টি হইল। শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া তাঁহার

জনৈক সহকর্ম্মীকে বলিলেন,—বিশাল জনতার নিস্তব্ধ গম্ভীরতার ভিতর দিয়ে কি মহাবাণী অনন্ত ঊর্দ্ধে আকাশ ছেয়ে উত্থিত হচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ? সেই মহাবাণী হচ্ছে, মহাধ্বনি ওঙ্কার, অনাহত প্রণব-নাদ। নিঃস্তব্ধতারও বাণী আছে, সময়-বিশেষে সেও অকল্পনীয় মুখর।

পল্লীর দরদী

দুইটী ছোট মেয়ে আজ অখণ্ড-সঙ্গীত গাহিল। শ্রীশ্রীবাবার প্রতি একটী এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর প্রতি একটী মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় একটী চমৎকার অভ্যর্থনা-ভাষণ প্রদান করিলেন। নিবারণবাবু বলিলেন,—পল্লীর দরদী আজ পল্লীর মাঝে এসেছেন, পল্লীর বুকের প্রতি স্পন্দন নিজের কাণে শুনে যাবেন এবং পল্লীর হৃৎপিণ্ডে নবজীবনের সঞ্জীবনী সুধা অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিয়ে যাবেন।

শ্রদ্ধেয় নিবারণ বাবু প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল বলিলেন। কি চমৎকার ভাষা, কি আশ্চর্য্য প্রকাশ-ভঙ্গিমা!

প্রণবের অধিকার

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার মধুর ভাষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ওঙ্কার-তত্ত্ব কোনও অনবগাহ তত্ত্ব নয়। একটু মনঃসন্নিবেশ কর্লে যে কোনও ব্যক্তি ওঙ্কারের তত্ত্ব অনায়াসে উপলব্ধি কর্ত্তে পারে। অবশ্য, পূর্ণ উপলব্ধি সাধনের ফল। কিন্তু" তোমরা যোগ্য নও,—তোমরা যোগ্য নও",—ব'লে ব'লে এতকাল স্ত্রীজাতি ও

অব্রাহ্মণ-সন্তানদিগকে যে ভাবে প্রণবের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছে, তার সবটুকুই সমর্থনের যোগ্য নয়। আজ নব-ভারতের নবীন প্রয়োজন জীবে জীবে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবী কচ্ছে। আজই প্রণবতত্ত্বে সর্ব্ববর্ণের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আশু প্রয়োজন।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা সবিস্তারে ওঙ্কার-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যার অভাবনীয় সারল্যের দরুণ নিতান্ত অশিক্ষিত শ্রোতাদের পক্ষেও এই দুরবগাহ কঠিন তত্ত্ব চিরপরিচিত ও সহজ-বোধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পল্লীর ধূলি

বক্তৃতান্তে শ্রদ্ধেয় নিবারণ বাবুকে সভাপতির আসনে বসাইয়া শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবার সভাত্যাগের প্রাক্কালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিবারণবাবু ধন্যবাদ-প্রসঙ্গে ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"ভারতবর্ষ মহাপুরুষের দেশ। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সাধনার মিলনের ফল-স্বরূপ যে সকল দিগ্বিজয়ী প্রতিষ্ঠাবান্ মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-দেবই অক্লান্ত ভাবে পল্লীর পর পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া পল্লী-পথের ধূলি নিজের অঙ্গে মাখিতেছেন এবং নিজের চরণের ধূলি পল্লীর বুকে রাখিয়া যাইতেছেন। মাসের পর মাস এভাবে পল্লীর সেবা অকল্পনীয়।"

নিবারণ বাবুর বক্তৃতা উপস্থিত সকলেরই প্রীতিবর্দ্ধন করিল।

নারী-জাগরণের আবশ্যকতা

তৎপরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী প্রায় দেড় ঘণ্টা জুড়িয়া

মহিলাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হিতবাণী সমূহ বলিতে লাগিলেন। বক্তৃতায় মহিলা-সমাজে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হইল।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীর ভিতরে সুপ্ত মহাশক্তি আজ জাগরণ চায়। চায় সে,—"জাগৃহি জননি, জাগৃহি" ব'লে নবজাগ্রত জাতি উদ্বোধন-মন্ত্র পাঠ করুক। নারী-জাগরণের ব্যাপক সাধনায় আজ সমগ্র জাতির উদ্যোগপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

বাদৈর

১৪ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবাবা প্রাতে নয় ঘটিকায় বাদৈর শ্রীযুক্ত রাজকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে পৌছিলেন।

প্রেম ও নির্ভীকতা

বেলা এগারটার সময়ে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। বারোজন মহিলা এবং উনত্রিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—নির্ভীক অন্তরে অবিরাম নামের সাধনা কর, প্রাণে দিব্যপ্রেমের আবির্ভাব হবে। গভীর অনুরাগ সহকারে নামের সাধনা কর, অন্তরের সকল ভয়-ভাবনা দূরে পলায়ন কর্ব্বে।

বেলা আড়াইটার সময়ে সভারম্ভ হইল। বাদৈর এই সময়ে আসিবার কথা ছিল না। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চৌধুরীর অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্যের ফলেই শ্রীশ্রীবাবা বাধ্য হইয়া বাদৈরের জন্য কোনও প্রকারে কয়েক ঘণ্টার সময় করিয়া লইয়াছেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বিনাউটী হইতে গিয়া গঙ্গাসাগর রেল ষ্টেশনে বিকাল ৫টা ৩৪ মিনিটের ট্রেণ ধরিবেন এবং শ্রীশ্রীবাবা বাদৈর হইতে কমলাসাগর রেল-

ষ্টেশনে গিয়া সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় ঠিক্ সেই ট্রেণেই উঠিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সাড়ে চারিটা বাজা মাত্র শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতা বন্ধ করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন।

বিনয় সাধনেরই ফল

তাড়াহুড়ার মধ্যে হইলেও বক্তৃতা অতীব মনোজ্ঞ হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবিরাম সাধন সাধককে দান করে বিনয় এবং বিনয় দান করে তাকে অকৃত্রিম নামে-রুচি। নামে-রুচি প্রদান করে প্রেমরূপ অমৃতফলের আস্বাদন।

বিনয়-প্রতিষ্ঠার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিনয়-প্রতিষ্ঠার উপায় অকপট, অনাবিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পূর্ণ সত্যকে আমি লাভ কর্‌বই, পূর্ণ প্রেমের আমি অধিকারী হবই, মধ্যপথে আমি থাম্‌ব না, চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমার পৌছা চাই,—এই জেদ যার যত বেশী, সে তার অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পারে না। সে নিজের অপ্রাপ্তি ও অনাস্বাদের জন্য মনে মনে কুণ্ঠিত হয় এবং তারই ফলে বিনয়ী হয়!

অহঙ্কার ও গর্ব্বের মূল কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অল্পে যার সন্তোষ, ক্ষুদ্রে যার তুষ্টি, তারই ভিতরে দর্প, দম্ভ, গর্ব্ব এসে আবাস রচনা করে। ক্ষুদ্র প্রাপ্তির আত্মপ্রসাদ তাকে ভুলিয়ে দেয় যে, আরও কত কিছু তার পাওয়ার রয়ে গেল বাকী। তাই সে অহঙ্কারে গদ্‌গদ হয়ে ধরাতে আর পাদস্পর্শ কত্তে চায় না। কেউ হয়ত গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ললাটে একটী গঙ্গামৃত্তিকার তিলক বা শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দেবার অধিকার পেয়েই নিজেকে

অপর সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করে, কেউ দু-অধ্যায় গীতা প'ড়েই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হয়ে গেছে মনে ক'রে আত্মমদে স্ফীত হয়, কেউ বা সমবেত উপাসনার সুর ভাল জানে ব'লে বা নামকীর্ত্তন কালে-তেওট-বড়দশকুশী তালের বাহাদুরী কত্তে পারে ব'লে নিজেকে একেবারে জগদ্‌-গুরু ব'লে অভিমান করে। কিন্তু যা' তার প্রাপ্য, যা চেষ্টা কর্‌লেই সে পেতে পাত্ত, যা লাভ না করা পর্য্যন্ত তার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হতে পারে না, তার যে অনেক কিছুই পেতে তার বাকী রয়ে গেল, তার খেয়াল তার থাকে না। গর্ব্ব এখান থেকেই আসে।

লাভ-অলাভের হিসাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং প্রত্যহ তোমরা এগিয়ে যাও আর সঙ্গে সঙ্গে হিসাব কর যে আরও কতখানি এগিয়ে যাওয়া তোমার বাকী রইল। কোন্ অতল পাপের গহ্বর থেকে উঠে এসে আজ সমতলের সুন্দর রাস্তা ধ'রেছ, তার দিকে কখনো দৃষ্টি পড়ে পড়ুক, অতীতের কলুষিত জীবন আর বর্ত্তমানের উন্নততর অবস্থার তুলনা ক'রে ভগবানের নিকটে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কত্তে দোষ নেই। কারণ, কৃতজ্ঞতা বিনয়ের ধাত্রী। কিন্তু অতীতের চাইতে বর্ত্তমানে তুমি কত উন্নত, সেই কথা ভেবে অহঙ্কৃত হয়ো না। আরও উন্নত তোমাকে হতে হবে, আরও অনেক পথ চলা তোমার বাকী রয়েছে, সম্মুখবর্ত্তী অনন্ত-বিস্তার পথে কোথায় কোন্ গুপ্তশত্রু তোমাকে পুনরায় নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য ওৎ পেতে আছে, তার কিছুই তোমার জানা নেই, সুতরাং অবিষাদিত, অনুল্লসিত, সতর্ক, বিনয়ী মনে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। আত্মপ্রশংসার ভাবকে মনে আস্‌তে দিলেই তোমার দৃষ্টি তোমার পথ থেকে সরে আস্‌বে,

তোমার গতি মন্থর হবে এবং আস্তে আস্তে তা থেমে যাবে। চলাই জীবন থেমে যাওয়াই মৃত্যু, একথা ভুলো না।

নয়নপুর

পূর্ব্বধের যাইবার পথে শ্রীশ্রীবাবা নয়নপুর হইয়া যাইতেছেন। রাত্রি সোয়া নয়টায় শ্রীশ্রীবাবা (শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব), পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী এবং আমরা সাঙ্গোপাঙ্গবর্গ ট্রেণ হইতে শালদানদী ষ্টেশনে নামিলাম। অভ্যর্থনাকারী জনমণ্ডলীতে ষ্টেশন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের প্রাণোন্মাদক আরাবে দশদিক্ মথিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা ও পূজনীয়া সাধনা দেবী সহ আমরা এই বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে যেই পুণ্যবান্ ব্যক্তির গৃহে উঠিলাম, যে দুই প্রাণবান্ যুবক প্রাণের পাঁজর আলাইয়া সকল সুব্যবস্থা করিলেন, দুঃখের বিষয়, এই বিবরণী লিখিবার সময়ে তাঁহাদের নাম কয়টী আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে না। কিন্তু তাঁহাদের নাম আমাদের মনে থাকুক আর না থাকুক, তাঁহাদের গুণ আমরা জীবনে ভুলিব না।

হরি-ওঁ-কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য

পরদিন প্রাতে আট ঘটিকায় সভারম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য ও উপযোগিতা বর্ণন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"হরি-ওঁ" শব্দের মানে হচ্ছে এই যে, ওঙ্কার সব কিছুর আহরণকারী, সমাহারকারী, সমন্বয়কারী। একমাত্র ওঙ্কারের ভিতরে জগতের সব মন্ত্র রয়েছে। ওঙ্কার জগতের একটী মন্ত্রকেও বাদ

দেয় না। "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করার মানে হচ্ছে এই যে,—"জগতের সকল নামই পবিত্র, একথা আমি স্বীকার করি, একটী নামকেও আমি বিদ্বেষ করি না, একটী নামকেও জীবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান করি না।" "হরি-ওঁ"-কীর্ত্তনকারী কীর্ত্তনের কালেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছে যে,—"হে ওঙ্কার, তুমি তোমার নিজের ভিতরে জগতের সব নামকে সব মন্ত্রকে ধারণ কচ্ছ, অতএব কোনো সম্প্রদায়ের কোনো নামের সাথে আমার কলহ থাকতে পারে না।"

সকলেই মুগ্ধ হইয়া বক্তৃতা শুনিলেন।

জননি, ভগিনি, জাগো

শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ হইলে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া সমাগতা মহিলারা যে ভাবে বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন, তাহাতেই বুঝা গেল যে, বক্তৃতা কেমন জমিয়াছে।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—ঘুমন্ত জাতির দীর্ঘকালের মোহ-নিদ্রা বিতাড়নের জন্য সর্ব্বাগ্রে নারীর মধ্যে বিদ্যুন্ময়ী শক্তির উন্মেষণ আবশ্যক। নবজাগ্রত নারীজাতির প্রাণভরা আহ্বানে নিদ্রিত জাতির ঘুম আজ ভাঙ্গান চাই। জননীগণ জাগো, ভগিনীগণ জাগো!

যখন পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর ভাষণ চলিতেছিল, সেই সময়ে পূর্ব্বধরে রওনা হইবার জন্য সকল ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবা সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময়ে একটী যুবক তাঁহার হাতে প্রশ্নতালিকাসহ একটী বিরাট খাতা প্রদান করিলেন। যুবকের ইচ্ছা ছিল যে প্রশ্নগুলি সভাস্থলেই আলোচিত হউক। শ্রীশ্রীবাবা

বলিলেন,—তোমার কোনো কোনো প্রশ্ন ত বাবা নিতান্ত ব্যক্তিগত ধরণের, তাই সকল প্রশ্নের আলোচনা প্রকাশ্য সভাস্থলে করা সঙ্গত হয় না। আর, সময় মতন ত তুমি প্রশ্নগুলি হাতে দাও নি। এস তোমার খাতাতেই তোমার প্রশ্নের জবাব লিখে দিচ্ছি, এর পরে তোমাদের বিবেচনা মতন এগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা কত্তে পারবে।

মহাপুরুষের অভ্যর্থনা

প্রশ্নের খাতাখানায় উত্তর লেখা হইয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার জনৈক পার্ষদকে ইহার নকল রাখিতে বলিলেন। নিম্নে আমরা সেই সকল প্রশ্নের ও উত্তরের আংশিক নকল প্রদান করিতেছি। সম্পূর্ণটা প্রকাশ সম্ভব নহে।

প্রশ্ন :—নানা মতের নানা মহাপুরুষ গ্রামে আসিতে আরম্ভ করিলে গ্রামবাসীদের কিভাবে তাঁদের প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন সঙ্গত ?

উত্তর :—মহাপুরুষ মহাপুরুষই। তাঁর মতের সঙ্গে অন্যের মতের পার্থক্য আছে বলিয়াই তিনি হীন পুরুষ হইয়া যান না। মহাপুরুষকে সম্মান দিবে, তিনি কোনও উপদেশ দানে ইচ্ছুক হইলে, তাহা ভক্তিভরে শুনিবে। তাঁহার উপদেশ হইতে তোমার গ্রহণীয় কতটুকু আছে, তাহা বিচার করিয়া তেমন ভাবে তোমার আবশ্যকীয় জিনিষটুকু গ্রহণ করিবে, যেমন করিয়া পিপীলিকা-সমাচ্ছন্ন জলপাত্র হইতে বাধ্য হইয়া পানীয় জল গ্রহণ করিতে হইলে লোকে তাহা সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লয়। প্রত্যেক মহাপুরুষেরই বাণী দিবার এক একটা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা আছে। তাহা লোকের মনঃপূত হইলে বলা হয়, ইহার ষ্টাইল ভাল,—মনঃপূত না হইলে বলা হয়, ইহা তাঁহার মুদ্রাদোষ। সেই সকল ষ্টাইল বা মুদ্রাদোষের

বিচার না করিয়া তিনি কি উপদেশ দিলেন, কি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়, কোন রাস্তায় তিনি লোকোপকার করিতে চাহেন, তাহার দিকে নজর দিয়া তাঁহার উপদেশকে বিচার করিবে। তিনি যদি তাঁহার উপদেশের সহিত পরনিন্দা আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সেই অংশকে বিনা বিচারে এক কথায় বাতিল করিয়া দিবে। পরনিন্দা সাধুর লক্ষণ নহে। তিনি যেই মতের বা যেই পথেরই হউন, নিজের মত বা পথের মহিমা বর্ণনের অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু পরের নিন্দা করিবার অধিকার কোনও ভদ্র-লোকেরও নাই, কোনও মহাপুরুষেরও নাই। যিনি পরনিন্দা করেন, তিনি মহাপুরুষ নহেন।

দীক্ষান্তর গ্রহণ

প্রশ্ন :—কোনও মহাপুরুষের উপদেশ শুনিয়া যদি আমার মনে হইতে থাকে যে আমার গুরুদেব অপেক্ষা ইনি অনেক উচ্চস্তরের মহাপুরুষ এবং ইহার উপদেশে সারও অধিক রহিয়াছে। এই অবস্থায় আমার দীক্ষাদাতা গুরুর পথ পরিহার করিয়া আমি পুনরায় এই নবাগত মহাপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইতে পারি কিনা।

উত্তর :—তুমি একস্থানে দীক্ষা লইলে এবং তাহা ছাড়িয়া দিলে, পুনরায় অন্যত্র দীক্ষা লইলে, ইত্যাদি ঘটনার উপরে তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভর করে না। তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভরশীল হইবে তোমার সাধন-পরায়ণতার উপরে। দীক্ষা যাহার কাছ হইতেই লইয়া থাক, তোমার সাধন তোমাকে অকপটে ও অনলস ভাবে করিয়া যাইতে হইবে, ইহারই উপরে নির্ভর করে তোমার সাধনের সিদ্ধি। এক মানুষ হইতে অন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ হন, তাই বলিয়া সাধ্বী পত্নী তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করেন না। দীক্ষাকে তোমরা কাণে মন্ত্র দেওয়া বলিয়া মনে

করিতেছ, কিন্তু দীক্ষা যে এক প্রকারের বিবাহ। দীক্ষাদাতা তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়া দীক্ষিতকে আপন করিয়া লন। ইষ্টবীজ তাহার দাতার সহিত তাহার গ্রহীতার আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেয়। পতিব্রতা সতী নারী তাই যেমন করিয়া তাহার পতির সহিত বিবাহ দ্বারা পাতান সম্পর্কটাকে জন্মে জন্মে অচ্ছেদ্য মনে করেন, প্রকৃত শিষ্যও গুরুর সহিত দীক্ষাদ্বারা পাতান সম্পর্ককে তেমন জন্মে জন্মে অচ্ছেদ্য মনে করেন। শিষ্যের এই যে আনুগত্য, তাহার সুযোগ নিয়া অনেক অনাচারী গুরুরা অনেক অন্যায় কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া এই ভাবটার মধ্যে আজ মালিন্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু শিষ্যের এই জাতীয় আনুগত্য সাধন-নিষ্ঠা ও বল বাড়ায়। তাই প্রকৃত সাধকদের মধ্যে এখনো গুরুর প্রতি এই মনোভঙ্গী নাশ পায় নাই। তাই একবার দীক্ষা নিয়া আবার দীক্ষা-পরিবর্ত্তন জনসমাজে প্রশংসিত নহে। সত্য সত্য সাধন যে করিবে, তাহার কাজ করা উচিত কেবল সাধনের দিকে আগাইয়া যাওয়ার জন্যই। ইহার জন্য গুরুপরিবর্ত্তন যাহার দরকার, সে করুক; যাহার প্রয়োজন নয়, সে স্থির হইয়া থাকুক। তবে কেহ ভাল করিয়া ভাষণ দিতে পারেন, কাহারও চেহারাখানা সুন্দর, কেহ জনসমাজে প্রভাবশালী, কাহারও দেবী শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, কাহারও হাতে আটটা হীরার আংটি, কেহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা, কাহারও আশ্রমে হাজার সাধু থাকেন, কাহারও বা তিন লাখ শিষ্য, কাহারও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে পাঁচ লাখ টাকা আছে,—এই সকল বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কখনো কাহারো পূর্ব্বদীক্ষার অনাদর করিয়া অন্যত্র নূতন দীক্ষা নেওয়া উচিত নহে।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও জগন্মঙ্গল

প্রশ্ন :—যত নূতন নূতন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতেছে, ততই দেখা

যাইতেছে যে তাঁহারা প্রতি জনে এক একটা দল গড়িতেছেন এবং প্রতি জনের দল প্রতি জনের দলের প্রতি বিরোধ ভাব পোষণ করিয়া কেবল আত্মকলহ ও অশান্তিই বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার প্রতীকার করিবার পথ কি?

উত্তর :—প্রকৃত মহাপুরুষ কোনও সময়েই অন্যের মত বা পথের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হন না এবং তিনি সর্ব্বদাই সকল মতের প্রতি সকল পথের প্রতি সম্মানের ভাব পোষণ করিতে সকলকে উপদেশ দেন। কিন্তু শিষ্যগণ ভুলিয়া যায় যে সকল গুরুর মধ্যে একই গুরু বাস করিতেছেন। এই পরম সত্যকে ভুলিয়া যাওয়ার দরুণ গুরুদেবদের অনভিপ্রেত অনেক কাজ করিয়া তাহারা গুরুদেবদের নির্ম্মল যশে কালিমা লিপ্ত করিয়া থাকে। এদেশে দীক্ষাদাতার একটা আলাদা মর্য্যাদা আছে, পৃথক তাঁহার সম্মান, তাঁহাকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধস্তরে দেওয়া হইয়াছে স্থান, ফলে সমাজে গুরুদেবদের অপ্রতিহত প্রভাবও হইয়াছে। মানুষের সহজ মনের কাছে অন্তরের আবেদন না জানাইয়া প্রায় সকলেই মানুষের সাম্প্রদায়িক মনের কাছেই সকল আবেদন পৌছাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সকল অশান্তি-অনৈক্যের মূল এখানে। তার প্রতীকার হইবে এমন আন্দোলন করিয়া, যাহাতে মানুষকে আমরা তার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া আধ্যাত্মিক সাধন করিতে রুচি দিতে পারি। সকল গুরুরাই শিক্ষা দিতেছেন, কি করিয়া ব্যক্তিগত মানুষটার হইবে মুক্তি। কিন্তু আজ প্রয়োজন এমন শিক্ষা দেওয়ার, যাহাতে এক জনের মুক্তিও অন্য সকলের মুক্তিকে বাদ দিয়া প্রার্থনীয় না হয়। বিশ্বের সকলের জন্য আমার সাধনা, কেবল আমার মুক্তির জন্য নহে, এই ভাব যদি সাধকদের মনে আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সাম্প্রদায়িক মতে

সাধন করিতে বসিয়াও অন্য সম্প্রদায়ের সকল লোকের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগের অনুভূতি পাইবে। একক মুক্তির লোভী বলিয়াই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ। বিশ্বের সকলের সামগ্রিক মুক্তি হইবে যাহার লক্ষ্য, সে নিজের সাধন নিজে করিয়া যাইতে যাইতে অন্যের সাধনপ্রণালীর অসম্পূর্ণতার জন্য কটাক্ষ করিতে ক্ষান্ত হইবে। কেননা, অন্যের সাধন-প্রণালী যদি অসম্পূর্ণও হইয়া থাকে, তথাপি সে ত তাহার নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস মত যেই সাধনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া জানিতেছে, তাহাই করিতেছে আপ্রাণ প্রয়াসে। জগদ্‌বাসী যদি নিজ নিজ তথাকথিত ভ্রান্ত সাধনপথাশ্রয়ের ফলে মুক্তি নাও পায়, তার যে সাধন-মন্ত্র তাহাকে দিয়া নিজের ও জগতের সকলের সামূহিক মুক্তির সাধনা করাইতেছে, তাহা ত ব্যর্থ হইবে না। সুতরাং অন্য পথে চলিয়াও সকলে ত তাহার সাধনের ফল পাইতেছে। তবে আর আফশোষ কেন? নিজ নিজ সাধনকালে সকলকে ভাবিতে শিখাও, ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি,—আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি,—এতেই এই অশান্তির মূল উৎখাত হইবে।

শিষ্যের ইষ্ট-নিষ্ঠা এবং গুরুর ঈর্ষ্যা

প্রশ্ন :—কোনও মহাপুরুষ নিজ শিষ্যদিগকে বারংবার উপদেশ দেন যে, দেখিও, সাবধান, অন্য মতের কোনও মহাপুরুষের বচনে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার কাছে নূতন করিয়া মন্ত্র লইয়া বসিও না। সোনার মতন চকচকে রং দেখিলেই ভাবিয়া বসিও না যে, ইহা সত্যই সোনা। অনেক সময়ে গিল্‌টি করা মাল সোনার নামে বাজারে চলিয়া যায়।—এই সকল উপদেশ সম্পর্কে আপনার কি মত?

উত্তর :—নিজ শিষ্যের নিষ্ঠা-হানি নিবারণ করিবার জন্য গুরুদেবের

পক্ষে সতর্ক দৃষ্টি থাকা ভাল। ইহাতে নিন্দা করিবার কিছু আমি পাইলাম না। জগতের অধিকাংশ শিষ্যই হুজুগে চলে এবং আজ এক গুরু কাল এক গুরু করিয়া করিয়া কেবল গুরু চাখিয়া চাখিয়া জীবন পাত করিয়া দেয়। এই বিপদ হইতে শিষ্যকে বাঁচাইবার জন্য শিষ্যকে সাবধান-বাণী শোনান গুরুর পক্ষে অন্যায়ও নহে, অস্বাভাবিকও নহে। যেই যাহাকে গ্রহণ করুক, যাচাই বাছাই করিয়া করুক, ইহা ত অতি সঙ্গত উপদেশ। সাধনে নিষ্ঠার নাশ না হইলে সাধারণ গুরুর শিষ্যও অসাধারণ হইতে পারেন। সাধনে নিষ্ঠার নাশ হইলে অসাধারণ গুরুর শিষ্যও সাধারণ লোকদের চাইতে নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিতে পারেন। এই জন্য সাধনে শিষ্যের নিষ্ঠা-বর্দ্ধনের জন্য গুরুদেব অবশ্যই যে কোনও উপদেশ শিষ্যকে দিতে পারেন। তবে এই বিষয়ে আমার রীতি আলাদা। আমি যাহাকে শিষ্য করিয়াছি, তাহার যদি সৌভাগ্য হয় আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের পাদস্পর্শের, তাহা হইলে আমি তাহাকে বরং বলি যে, আমাকে একটুকরা ছেঁড়া নেকরার ন্যায় এখনি পরিবর্জ্জন করিয়া চলিয়া যাও। নিজের পরম লাভ ও চরম উন্নতি নিয়া যেখানে কথা, সেখানে আমার প্রতি মমতা রাখিতে আমি তাদের নিষেধ করিয়া থাকি। তাহার সাধনে উন্নতিই ত আমার কাম্য,—আমার শিষ্যদের মধ্যে কত জন কমিয়া গেল, ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি নাই। জগতের মধ্যে আমার যদি একজনও শিষ্য না থাকেন, আর আমি যদি একাই নিজের শিষ্যত্ব করিয়া বেড়াই, তাহা হইলেও আমার কোন আফশোষ নাই, অবশ্য যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া আমার এককালের শিষ্যনামধারিগণ নিজ নিজ নব-গৃহীত সাধন-পথে অবিচলিত বিক্রমে চলিয়া পরম লাভকে করায়ত্ত করিবার জন্য জীবন পণ করেন।

তাহাদের প্রকৃত উন্নতিই আমার কাম্য, আমার শিষ্যত্বের জোয়ালে তাহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না বলিয়া অক্ষমতায় ক্ষোভ বা ঈর্ষ্যার বেদনা আমার অন্তরে নাই। এই জন্যই আমি আমার শিষ্য-গণকে কোনও মহাপুরুষকে সম্বর্ধনা করিতে দেখিলে আনন্দিত হই, শঙ্কায় কুণ্ঠায় দুর্বলতায় মরমে মরিয়া যাইতে আরম্ভ করি না। তোমার প্রশ্নের উপলক্ষিত মহাপুরুষকে আমি চিনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার অনাবিল প্রেম ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্যের অধিকৃত দুর্গে আসিয়া হানা দেওয়া আমার স্বভাব নহে। কারণ আমি যেই স্থানে নরহিত করিতে হয়ত পারিতাম না বা সময়, সুযোগ ও অবসরের অভাবে যেখানে নরহিত করি নাই, সেখানে অন্য এক জন সেই কাজটা করিয়া রাখিয়াছেন ভাবিয়া আমি বরং এই সকল মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হই। অন্যান্য মহা-পুরুষগণের দ্বারা জীবিহিতকামনায় লোককে সাধন-দীক্ষা দানের সংবাদ শুনিলে আমি আনন্দে গদ্‌গদ হই এজন্য যে, আর একজন লোক বা আর এক দল লোক ভগবানকে ডাকিবার ব্রত লইলেন। যিনি যেই নামেই ডাকুন, আমারই প্রাণপ্রিয়তমকে ডাকিতেছেন। তাই তাহাতেই আমার লাভ। সমগ্র জগৎকে আমি অধিকার করিব, ইহা আমার লক্ষ্য নহে। কিন্তু সমগ্র জগৎ ভগবানের অধিকারে আসুক, ইহাই আমার লক্ষ্য। একজন সেনাপতি যদি সকল দেশ ভগবানের অধিকারে না আনিতে পারেন, তবে দশ জন সেনাপতি সে কাজে লাগুন। যে দিক দিয়াই বা যেই অস্ত্র দিয়াই ভগবানের অধিকারের প্রসার হউক, আমারই ত প্রেমের ঠাকুরের তাহাতে অধিকার-বিস্তার হইল! আমার আফশোষ করিবার পথটা কোথায় খোলা রহিল? যেখানে আমার আনন্দ করিবার অবসর, সেখানে আমি ঈর্ষ্যার মত কলঙ্কিনীর সহিত প্রেম করি না।

পূর্ব্বদীক্ষিতকে কোন্ অবস্থায় দীক্ষা দেওয়া চলে?

প্রশ্ন :—একজন ভিন্ন মতে সাধন নিয়াছে, সেই মতানুযায়ী সাধনও দীর্ঘকাল করিয়াছে, কিন্তু মনে শান্তি পাইতেছে না। সে যদি আপনার আশ্রয় চাহে, আপনার শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আপনি সাধন-দীক্ষা প্রদান করিবেন কি?

উত্তর :—তাহাকে আমি প্রথমেই বলিব যে, যে সাধন সে আগে করিয়া আসিয়াছে, হয়ত তাহার সহিত কামনা-বাসনার ছিল সংশ্রব। এটা চাই, ওটা চাই, এটা দাও, ওটা দাও, এই জাতীয় সকাম ভাব মনে রাখিয়াই হয়ত সে এত কাল সাধন করিয়াছে। তাহারই জন্য সাধন-লতিকায় প্রেমের পারিজাত প্রস্ফুটিত হয় নাই। সে আগে সকল কামনা-বাসনা পরিহার করিয়া তাহার আগের সাধনই মনঃপ্রাণ দিয়া আবার করিয়া দেখুক। ইহার ফলে হয়ত তাহার আর আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহার পরে আমি তাহাকে বলিব, তাহার গুরুদেবের নিকটে যাইয়া অকপটে সে তাহার সকল অবস্থার বর্ণনা করুক এবং তিনি সাধনে রুচি-বর্দ্ধনের জন্য, সাধনপথে দ্রুত গমনশীলতার সৌকর্য্যার্থে কোনও সহজ সরল সদুপায় বাতলাইয়া দিতে পারেন কিনা, তাহা সে দেখুক। হয়ত ইহার ফলে তাহার পক্ষে আর আমার নিকটে আসিবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। ইহার পরে আমি তাহাকে বলিব,—আমার শরণাগত হইতে চাহিতেছ, কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করিয়া ত দেখ নাই যে আমার যোগ্যতাই কি বা আমার সাধনসিদ্ধিই বা কি, আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া তুমি নিজেকেও নিজে পরীক্ষা করিয়া লও যে তোমারই বা আমার দেওয়া সাধন লইয়া চলিবার জন্য সত্য সত্য আগ্রহ ও যোগ্যতা কতখানি হইয়াছে। এক বৎসর আমাকে তুলা-

খুনা করিয়া বিচার কর, একটা বৎসর ধরিয়া পুংখানুপুংখরূপে দেখ, তাহার পরে সাধন নিতে হয়, বেশ নিশ্চিন্ত নির্ব্বিধ মনে আসিও, আমি তখন তোমাকে উপেক্ষা করিব না। কিন্তু ইহার আগে তোমাকে লইয়া কিছু করিতে গেলে আমি বুদ্ধিভেদ-জননের অপরাধ করিব। গুরু কেবল একজন অটোক্রাট বা স্বেচ্ছাচারী সম্রাট নহেন, তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ আচারবান্ অভ্যাসবান্ সৈনিকও বটেন। অপরের বুদ্ধি-ভেদ করিয়া তিনি কেন শাস্ত্রীয় শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করিবেন ?

শিষ্য-সংগ্রহের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন

প্রশ্ন :—আমি আপনার গুণে মুগ্ধ। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ নানা কারণে সম্ভব নহে। কিছু দূরবর্ত্তী কোনও কোনও গ্রামে আপনার শিষ্য থাকিলেও সম্ভবতঃ এখানে এক জনও নাই। আমি যদি আপনার দুই চারি জন শিষ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আমার সাত্ত্বিক সামর্থ্যকে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

উত্তর :—নিশ্চয়ই আছে। শিষ্য দিয়া আমার কোন্ প্রয়োজন ? লোকেরা দলে দলে শিষ্য হইতে আসে, তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া ঠেকাইতে পারিনা, তাই বাধ্য হইয়া দীক্ষা দেই। অবশ্য, দীক্ষা দিয়া একটা আত্মপ্রসাদ এই লাভ করি যে, ইহারা যদি সত্যই দীক্ষানুযায়ী সাধন-ভজন করে, তাহা হইলে হইাদের মনের পাপ-তাপ-অশান্তি দূর হইবে, জগতের দুঃখ দূর হইবে। আমি ব্যক্তির মুক্তির ধর্ম্মকে বর্জন করিনা। সমগ্র বিশ্বের মুক্তি আমার লক্ষ্য। শিষ্যগণকে আমি সেই লক্ষ্যই দেখাইয়া দেই। তাহাদের ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্গে তাহারা নিখিল বিশ্বের জন্য

সাধনা করিতেছে, এই কথাটী তাহাদের বুঝাইয়া দেই। যাহা করিলে এই কথাটী তাহাদের কোনও প্রকারেই একটী দিনও ভুল হইতে না পারে, তাহার অনুযায়ী সাধন তাহাদের দেই। সুতরাং ইহার মধ্যে আমার বিপুল আত্মতৃপ্তি রহিয়াছে! কিন্তু ইহাদের সংখ্যার হউক বর্দ্ধন, ইহা আমি চেষ্টা করি না। দীক্ষা-দান-কালে আমি ইহাদের এই কথাটী বলিতে প্রায় ভুলি না যে, ইহাদের প্রয়োজন হইতেছে একাগ্র মনে সাধনে বলসঞ্চয়, দল বাড়াইবার বুদ্ধিতে যেন ইহারা কোনও কাজ না করে। ইহাদের বলিয়া দেই, অন্যত্র কেহ অন্যপথে দীক্ষা লইলে মনে করিবে যে, তোমারই একজন গুরুভাই বাড়িল, শত্রু বাড়ে নাই। সুতরাং তোমাকে এখানে আমার শিষ্য-সংগ্রহ করিবার জন্য কোনও পরিশ্রম করিতে হইবে না।

পূর্ব্বধৈর

সভাভঙ্গের পরে অতি দ্রুত আহারাদি সমাপন করিয়া পরমপূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী এবং অপর কতিপয় সহচর নৌকাযোগে পূর্ব্বধৈর রওনা হইলেন। অপর একদল যাত্রী পদব্রজে চলিলেন। পূর্ব্বধৈর গ্রামবাসীরা এই নৌকাখানার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন এবং ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সরোজবন্ধু ঘোষ শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন।

দর্শন-পিয়াসীর ব্যাকুলতা

পথে নয়নপুর বাজার, মন্দভাগ ও চান্দলা প্রভৃতি স্থানে বারংবার নৌকা থামাইতে হইল। দর্শনপিয়াসী নরনারীর ব্যাকুলতা উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া কঠিন হইল। কোথাও কোথাও অর্দ্ধমাইল দূর হইতে

দর্শনার্থী ভক্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছেন নৌকা ধরিবার জন্য। ফলে পূর্ব্বধৈর পৌছিতে পৌছিতে রাত্রি নয়টা হইয়া গেল।

পূর্ব্বধেরে শ্রীশ্রীবাবা ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি নয়টা হইতে ২০শে ফাল্গুন রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। বহু উপদেশ বহু জনকে দিয়াছেন।

গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে উৎসব উপলক্ষে যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস, সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেমাঙ্গ মোহন রায়, ননীগোপাল ঘোষ, দীনেশ চন্দ্র ঘোষ, প্রেমাঙ্গমোহন রায় প্রমুখ সজ্জনগণ আপ্রাণ পরিশ্রমে এই উৎসবের সাফল্য বিধান করিলেন।

এই কয়দিন ব্যাপিয়া যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইলে পৃথক্ একখানা গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

স্তোত্রকীর্ত্তনের সুর-শিক্ষাদান

১৬ই ফাল্গুন এবং ১৭ই ফাল্গুন সমগ্র দিনটাই নানাস্থান হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনের সুর শিক্ষা দেওয়া হইল। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা শ্রীশ্রীবাবা স্বয়ং শিক্ষা দিলেন। বেলা ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত শিবপুরের মাখনদা শিক্ষা দিলেন। বিকাল ২টা হইতে ৪টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা অপর দুইজন ভ্রাতা শিক্ষা দিলেন। শ্রীশ্রীবাবার অভিপ্রায় ছিল যে, নবীনগর হইতে ময়নামতী এবং হোম্‌না হইতে আখাউড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড হইতে যেন সুরশিক্ষায় ইচ্ছুক ভক্তেরা আগমন করেন। ভক্তেরা এই আহ্বানের উপযুক্ত সাড়া দিয়াছিলেন।

প্রেমের প্রতিদান

উপাসনা-স্তোত্রের সুরশিক্ষার্থে আগত কোনও একজন আগ্রহী

ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুর শিখ্‌বার জন্য তোরা যারা এই প্রখর রৌদ্রে কষ্ট ক'রে হেঁটে এইখানে এলি, জান্‌বি, তোদের এই একটা দিনের আসার পুণ্যে আমি তিনশত পঁয়ষট্টি দিন তোদের বাড়ীতে এম্‌নি প্রেম, এম্‌নি আগ্রহ নিয়ে যাব। তোরা যেমন আমায় প্রেম দিলি, আমিও তার যোগ্য প্রতিদান দিব।

পাপীর দীক্ষা

১৭ই ফাল্গুন বেলা দশটায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। তিনজন মহিলা এবং উনিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন যুবক দীক্ষার্থ আসিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। দীক্ষার্থীর স্বগ্রামবাসী আমাদের এক গুরু-ভ্রাতা তাহাকে দীক্ষা না দিতে শ্রীশ্রীবাবাকে ধরিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্ম-সংশোধনের শক্তি পাবে ব'লেই দীক্ষা দেওয়া! পাপীকে আমি উপেক্ষা করি কি ক'রে? দীক্ষার শক্তিতে লম্পট লাম্পট্য ছাড়ে, পানাসক্ত মদ্যপান ত্যাগ ক'রে, চিরনিন্দুক পরনিন্দা পরিহার করে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। পাপীকে আমি ঘৃণা কর্‌ব না।

নামই একমাত্র সহায়

দীক্ষান্তে দীক্ষাপ্রাপ্তদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—নাম জপ কর্‌তে ব'সে নিজেকে একেবারে অসহায় এবং নিরাশ্রয় ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে। জগতের কোনও সহায় বা আশ্রয়ের যে কোনো মূল্য নেই, তা স্মরণ কর্‌বে। নামকেই জগতের একমাত্র সহায় বা আশ্রয় জেনে সম্পূর্ণ মনঃপ্রাণ নামে

সমর্পণ কর্ব্বে। যে নিজেকে যত অধিক অসহায় জ্ঞান ক'রে নামের শরণাপন্ন হয়, নাম-সাধনের অমৃতময় ফল তার তত গভীর হয়, তত দ্রুত হয়।

উদয়াস্ত-কীর্ত্তন

১৮ই ফাল্গুন উদয়াস্ত "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন হইল।

উদয়াস্ত কীর্ত্তন এবং অহোরাত্র কীর্ত্তন সম্পর্কে একজন প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধারণ অবস্থায় শরীরের উপরে রাত্রি-জাগরণের ক্লেশ কারোই প্রদান করা উচিত নয়। অহোরাত্র কীর্ত্তনের যা শুভময় ফল, উদয়াস্ত কীর্ত্তনেরও তাই শুভময় ফল। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করলে রাত্রিতে শোবার সময়েও "হরি-ওঁ, হরি-ওঁ"ই কাণের ভিতরে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাক্‌বে। সুতরাং যতক্ষণ অন্যরূপ প্রয়োজন উপস্থিত না হয়, উদয়াস্ত কীর্ত্তনকেই প্রাধান্য দেবে।

নাম-সাধনা ও ব্যাকুলতা

বেলা সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দিলেন। তের জন মহিলা এবং পঁচিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—এক এক বার ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ কর্‌বে আর প্রাণের অন্তঃস্তল থেকে উৎসারিত ক'রে জীবনময় ব্যাকুলতাকে তার সঙ্গে যুক্ত কর্‌বে। নামের স্মরণ যেন হয় তোমার প্রাণপ্রিয়ের সঙ্গে দীর্ঘবিরহের পরে মিলনের জন্য আকুল ক্রন্দন। এমন মনোভাব নিয়ে নাম কর্‌বে। নাম করা শুধু একটা বাত্‌কে বাত নয়, নাম করার মানে তাঁর জন্য অধীর হওয়া, তাকে না পাওয়ার দুঃখে উতালা হওয়া, তাঁকে দর্শনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হওয়া।

বেলা দশ ঘটিকা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন এবং সূর্য্যাস্তে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন দ্বারা মৌনভঙ্গ করিলেন।

উপাসনা ও জীবহিতকামনা

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার প্রাতে আট ঘটিকায় পূর্ব্বৈর আশ্রমে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। অদ্যকার অনুষ্ঠানও একটী সর্ব্বজনীন অনুষ্ঠান। এই দিন এই একই সময়ে সকল স্থানের সকলকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় নিজ নিজ স্থানে সর্ব্বজীবহিত-কামনায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উপাসনার নির্দ্দেশ-পত্রে নিম্ন-লিখিত সঙ্কল্পগুলির কথা মুদ্রিত ছিল। যথা,—

১। ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইটালী, রুশ, এমেরিকান, জাপানী, চীনা প্রভৃতি পৃথিবীর ছোট বড় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে অবাঞ্ছনীয় উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের পরিপূর্ণ মঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহার অবসান কামনায়,—

২। এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক দেশের জলবায়ুতে প্রাণধারণ করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি নিরর্থক বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছে, উভয়ের উন্নতির মধ্য দিয়া তাহার অবসান কামনায়,—

৩। উচ্চ জাতি ও নীচ জাতির মধ্যে যে বিচ্ছেদের বিঘ্ন সৃষ্ট হইয়াছে এবং একজন অপরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পোষণ করিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যে ক্ষতি সঞ্চয় করিতেছে, একে অপরকে অত্যাচার করিয়া এবং একে অপরের সদিচ্ছাকে বিকৃত করিয়া

বুঝিয়া যে অমঙ্গল সঞ্চয় করিতেছে, উভয়ের পরিপূর্ণ প্রীতির মধ্য দিয়া তাহার অবসান কামনায়,—

৪। ঢাকার দাঙ্গায়, বরিশালের ঝড়ে, নোয়াখালীর ঝড়ে, ত্রিপুরার বন্যায়, মানভূমের দুর্ভিক্ষে যে সকল নরনারী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সকলের মঙ্গল কামনায়,—

৫। আগরতলার মহারাজা বাহাদুর বিপন্ন পঞ্চদশ সহস্রাধিক নর-নারীকে আকস্মিক অসহায়তার সময়ে অপ্রত্যাশিত সাহায্য করিয়া যে পুণ্যকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, উত্তরোত্তর সৎকার্য্যের মধ্য দিয়া তাহার চিরস্থায়িত্ব কামনায়,—

৬। বিগত এক বর্ষ কাল মধ্যে যে সকল অখণ্ড মরণশীল দেহ পরি-ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্যধামে অক্ষয় স্থিতিলাভের কামনায়,—এবং

৭। যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী সম্প্রতি দৈহিক পীড়া বা মানসিক শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিরাময় ও সান্ত্বনালাভ কামনায়।—ইতি

উপভোগ্য উপাসনা

পূর্ব্বদিনের এই উপাসনায় প্রায় ষাট সত্তরটী বিভিন্ন গ্রামের অখণ্ড-ভ্রাতারা এবং নিকটবর্ত্তী ছয় সাতটী গ্রামের ভগিনীরা যোগ দিয়াছিলেন।

আচার্য্যরূপে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব উপাসনা পরিচালন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার অমৃতমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্", আর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে দিব্য-সুর-লয়-সমন্বিত সুমধুর প্রতিধ্বনি উঠিল,—"বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্।"

প্রাণে প্রাণে অননুভূতপূর্ব্ব প্রেমের সঞ্চার করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে আবেশ ও উন্মাদনার স্নিগ্ধ লহরী খেলাইয়া বেলা দশটায় উপাসনা সমাপ্ত হইল। তৎপরে সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে অখণ্ড-স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া ওঙ্কার-বিগ্রহে অঞ্জলি দিলেন,—

১। ওঁ অমৃতং সুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেমসুখাবহম্,
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ব্বস্বং পরমানন্দ-বর্দ্ধকম্,
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দ-বিগ্রহম্
ধ্যানস্তিমিত নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম্ অদ্বিতীয়কম্
নান্যঃ প্রিয়তরো যস্মাৎ নাভূন্নবা ভবিষ্যতি,
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥১॥

২। ওঁ ধৃতং প্রেম্না জগদ্ যেন, ত্রৈলোক্যং জায়তে যতঃ,
বিশ্রামো লভ্যতে যস্মিন্ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্মসু,
পিপাসাসু চ সর্ব্বাসু যস্ত তৃষ্ণাপহারকঃ,
প্রার্থনাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বথা কামপূরকঃ,
স্থূলে সূক্ষ্মে ইহামুত্র চৈতন্যম্ আত্মসংস্থিতম্,
প্রাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্যহম্ ॥২॥

৩। ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধেবিমর্দ্দকম্,
স্বরূপং সর্ব্বভূতানাম্ অখণ্ডং নাদ-রূপকম্,
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘনং শুভম্,
ব্রহ্মেন্দ্রা বিষ্ণু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম্ অহর্নিশম্,
গায়ন্তি ঋষয়ো দেবা ভক্তিব্যাকুল-চেতসঃ,
সর্ব্বামহমিকাং ত্যক্ত্বা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্ ॥৩॥

অঞ্জলির পরে প্রসাদ বিতরিত হইল। থরে থরে সুসজ্জিত খৈয়ের মোয়া এবং নারিকেলের নাড়ু বিতরণের মধ্য দিয়া এক প্রেমপূর্ণ অভিনয়ের ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল।

নামের পিপাসু হও

বেলা এগারটায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। এগার জন মহিলা এবং ত্রিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—জীবনের যত সুখ-পিপাসা, সব-কিছুকে এনে নাম-পিপাসার অধীন কর। নামের জন্যই তৃষিত হও। নামসুধারস পানের জন্য ব্যাকুল হও, অধীর হও। সর্ব্বপিপাসার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি এই নামের সেবার মধ্য দিয়েই পাবে।

কীর্ত্তন-পরিক্রমা

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা হরি-ওঁ কীর্ত্তন সহকারে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মালিপাড়া গ্রাম পরিক্রমণ করিলেন। গৃহে গৃহে যান, আর আনন্দের কলরোল পড়িয়া যায়। নাড়ু আসে, মোয়া আসে, বাতাসা আসে, সন্দেশ আসে আর গগন-বিদারী হরিনামধ্বনির মধ্যে ভক্তবৃন্দের হাতে হাতে বিতরিত হয়, আর ভক্তেরা পরম প্রেমভরে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীহস্তস্পৃষ্ট প্রসাদ মাথায় ছোঁয়াইয়া গ্রহণ করেন।

২০শে ফাল্গুন প্রাতে ৬-৩০ মিনিটে কীর্ত্তন সহকারে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্ব-ধৈর, মহেশপুর, নৈরপার ও জামালপুর গ্রামগুলি পরিক্রমায় বাহির হইলেন। সুকণ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভট্টাচার্য্য কীর্ত্তন-পরিচালন করিতে লাগিলেন। ইহা দেবভোগ্য এক দৃশ্য হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকের কয়েকটা গ্রাম মিলিয়া যেন একটা বিরাট মহোৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া

গিয়াছে। যার গৃহে যাও, নাড়ু আর মোয়া, কলা আর কমলা প্রভৃতি প্রসাদ পেট ভরিয়া খাও। শত শত কণ্ঠে সম্মিলিত এই মধুর হরি-ওঁ ধ্বনি এবং প্রসাদ লইয়া এই প্রীতি-উচ্ছল কাড়াকাড়ি জীবনে আর কয়বার দেখিব, জানি না।

নামে জীবনের দায়িত্ব অর্পণ

সমস্তগুলি গ্রাম ঘুরিয়া আসিতে আসিতে বেলা এগারটা হইয়াছে। বেলা সাড়ে এগারটায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। পনের জন মহিলা এবং সাঁইত্রিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—জীবনের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব পরম পবিত্র অখণ্ড-নামে অর্পণ কর। তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হবে নামের সেবা আর এই সুনিবিড় বিশ্বাস যে, মঙ্গলময় নাম তোমাকে নিত্য নূতন প্রেরণা দিয়ে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী কল্যাণপথে পরিচালিত কর্ব্বেন। নিজের উপর থেকে সকল দায়িত্ব ও তার বোধ তুলে নাও, সব নামেতে চাপাও এবং নামেতে সম্যক্ আত্মদান কর। নাম হউন তোমার পরিচালক, তুমি হও তাঁর করধৃত যন্ত্র।

প্রশংসাগ্রহণের দায়িত্ব

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইল। প্রায় পাঁচ ছয় হাজার নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবার অমৃতবাণী শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীকাইল নিবাসী ভ্রাতা ননীগোপাল নট্ট "খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড" এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী গাহিলেন। তৎপরে গ্রাম-বাসী দুইটী যুবক দুইখানা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা অর্দ্ধ ঘণ্টা-ব্যাপী একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে যেই প্রশংসার অযোগ্য, তাকে যদি সেই প্রশংসা করা হয়, তা হ'লে তার কর্ত্তব্য সেই প্রশংসাতে আনন্দিত ও স্ফীত না হয়ে প্রশংসা-ভাষণকে আশীর্ব্বাণী ব'লে জ্ঞান করা এবং বিনীত চিত্তে চেষ্টা করা, যেন এই আশীর্ব্বাণী তার জীবনে সফল হয়। তোমাদের অভিনন্দন-পত্র সম্পর্কেও আমার বক্তব্য এই। প্রশংসা করায় যে দায়িত্ব, প্রশংসা গ্রহণের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক অধিক।

ভগবানকে প্রশংসা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু প্রশংসাকারীরও কর্ত্তব্য সকল প্রশংসার একমাত্র প্রাপক যিনি, সেই নিখিলবেদ্য পরমেশ্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, শতমুখ, সহস্রমুখ হওয়া। ভগবানকে প্রশংসা করায় যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, যে সার্থকতা, জগতের অন্য কারো প্রশংসায় সে আনন্দ, সে তৃপ্তি, সে সার্থকতা হ'তে পারে না। বন্ধুগণ, প্রশংসাই যদি কত্তে হয়, তবে তোমরা দিবানিশি নিরন্তর ভগবানেরই প্রশংসা কর, তাঁরই গুণানুবাদে, তাঁরই গুণকীর্ত্তনে নিজেদিগকে বিনিয়োগ কর।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ব

অতঃপর পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—বৈদিক ঋষির পুণ্য তপোবনের মঙ্গলমন্ত্র-সমূহ আজ ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীবাবা ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে অকৃপণ হস্তে বিতরণ কচ্ছেন। এই বিরাট বিতরণ-যজ্ঞের প্রকৃত সার্থকতা কি, আপনারা প্রত্যেকে চিন্তা করুন। তিনি চান নারীকে পুরুষের নিত্যসুখের হেতু কত্তে, তিনি চান পুরুষকে নারীর পাশমুক্তির হেতু কত্তে,—এই কথাটী কি আপনারা বুঝেছেন? নারী ও পুরুষের জীবনের পারস্পরিক দায়িত্ব

ইতর সুখের প্রদানে আর প্রাপণে নয়, নিত্যসুখের প্রদানে আর প্রাপণে। জগৎ থেকে পাশবিকতা চিরতরে বিদূরিত হউক, মানুষ মাত্রেরই জীবনের প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে, প্রতি চিন্তায় দিব্য মহিমার প্রকটন ঘটুক।

অতঃপর নারীজাতির আত্মগঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া পূজনীয়া সাধনা দেবী বক্তৃতা শেষ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে পূর্ণ দুই ঘণ্টা সময় লাগিল।

শ্রোতৃবর্গের অতুলনীয় ধৈর্য্য

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার ভাষণ সুরু করিলেন। সম্প্রতি যুবক সম্প্রদায়ের ভিতরে নানা নূতন নূতন মতবাদের প্রচার ও প্রসার হইতেছে। উপস্থিত যুবকমণ্ডলী সেই সকল দৃষ্টিকোণ হইতে নানাবিধ বিতণ্ডামূলক প্রশ্ন সমূহ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রশ্নের সংখ্যা কুড়ি-বাইশ। শ্রীশ্রীবাবা সর্ব্বপ্রথমে সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া লইলেন। তৎপরে প্রণব-তত্ত্ব ব্যাখ্যা সুরু হইল। বক্তৃতা সাড়ে তিন ঘণ্টা-ব্যাপিয়া হইল। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতে লাগিল, জলে ভিজিয়াই সকলে বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য এইরূপ অতুলনীয় ধৈর্য্য সচরাচর দেখা যায় না। একবার ঝড়ের বেগে সামিয়ানা প্রভৃতি উড়াইয়া নিবার সম্ভাবনা দেখা গেল কিন্তু একটী লোকও চঞ্চল হইলেন না। ধন্য ইহাদের আগ্রহ আর ধন্য আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের কণ্ঠ-ভারতীর মহিমা!

ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের ও সর্ব্বতন্ত্রের মিলনস্থল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বমন্ত্রের সম্মেলন এই ওঙ্কারে। ওঙ্কারের সাধনায় ব্রতী হও, সর্ব্বমন্ত্রীর সাথে তোমার অন্তরের দূরত্ব এবং চিরন্তন

বিরোধ একটী দিনে দূরীভূত হ'য়ে যাবে। জগতের কোন্ মন্ত্র এই ওঙ্কারের ভিতরে লুক্কায়িত নেই? জগতের কোন্ তত্ত্ব এই ওঙ্কারের ভিতরে আচ্ছাদিত নেই? সকল তত্ত্ব, সকল মন্ত্র এই স্থানে এসে পরিপূর্ণ সমাহার পেয়েছে। সমুদ্রে যেমন সকল নদী মিলিত হয়, ওঙ্কারে তেমন সকল ধ্বনি মিলিত হয়। প্রত্যেক ধ্বনির পৃথক্ পৃথক্ দর্শন-শাস্ত্র আছে কিন্তু সকল ধ্বনির সকল দার্শনিক মতবাদ প্রণব-ধ্বনির ভিতরে এসে একত্র হয়েছে।

বক্তৃতা যতই শেষের দিকে যাইতে লাগিল, পূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর কিয়ৎকাল পরেই চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া শ্রোতাদের মন যেন ততই বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। আকাশেও পুঞ্জায়মান মেঘ, হৃদয়েও বিয়োগ-বেদনাকুল চিত্তের বিরহাশঙ্কার মেঘ, মাঝে মাঝে গুরুগুরু করিতেছে। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, আর বক্তৃতা-মঞ্চে শ্রীশ্রীবাবার তপস্তেজোদীপ্ত শ্রীমুখ হইতে অনর্গল বিদ্যুৎপ্রবাহই যেন নির্গত হইতেছে। নিসর্গের সহিত বাস্তবের কি আশ্চর্য্য ঐক্য!

বক্তৃতান্তে নৌকায় জিনিষ-পত্র উঠিতে লাগিল। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী এবং অপরাপর সাঙ্গোপাঙ্গবর্গ সকলেই নৌকায় উঠিলেন। শ্রীশ্রীবাবা নৌকাতে উঠিলেন সকলের শেষে। পূর্ব্বধৈরের নৈশ গগন বিদীর্ণ করিয়া বিয়োগবিধুর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল,—

"অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর কী জয়।"

কিন্তু আজও প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা প্রতিদিন নিজ নিজ অন্তরকে নিজেরা প্রশ্ন করিতেছেন,—পুনরায় আচার্য্যপাদের শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শন কবে হইবে?

(**সমাপ্ত**)

শান্তির বারতা

তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র